দুঃখমালা ।

দুঃখমালা।

(ভ্রাতৃবিয়োগে ভগ্নীর খেদ)

কোন হিন্দুমহিলা-প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা;

১৩/৭ নং বৃন্দাবন বসুর লেন, সাহিত্য যন্ত্রে
শ্রীযজ্ঞেশ্বর ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৩০৩ সাল।

মূল্য ॥০ আট আনা।

দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন।

দুঃখমালার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। বহু বর্ষ অতীত হইল, আমার স্বর্গীয় পিতৃদেব এখানি প্রকাশিত করিয়াছিলেন। তখন ভাবিয়াছিলাম, যে ভ্রাতৃবিয়োগে হৃদয়ের অকৃত্রিম শোক এই কয়েক পংক্তি কবিতায় প্রকটিত হইয়াছে, পুনরায় ভ্রাতৃলাভে সে শোক বিদূরিত হইবে, কিন্তু বিধির কি বিচিত্র বিধি! আমার অদৃষ্ট কি মন্দ! সেই একটী শোকের উপর বিধি উপর্য্যুপরি বিষম শোকাঘাতে এই অবলার ক্ষুদ্র ভগ্নহৃদয়কে ক্রমান্বয়ে চূর্ণবিচূর্ণ করিতেছেন। সুখের সহিত জন্মগ্রহণ করিয়া, শেষ দুঃখেই জীবন যাইতেছে; দেখিতেছি দুঃখেই অবসান হইবে। এ জীবনে—এ জগতে আমি পিতা-পতি-পুত্র-কন্যাবিহীনা—সকলকেই হারাইয়াছি। আমার অন্তরে কিরূপ দুঃখরাশি বিরাজিত, তাহা আমার মত অবস্থায় যিনি পতিত, তিনিই বুঝিবেন। তিনিই এই দুঃখমালা পাঠ করিয়া, আমার মর্ম্মবেদনার গুরুত্ব অনুভব করিতে পারিবেন; আর সাধারণ পাঠক পাঠিকাগণও বুঝিতে পারিবেন, এই দুঃখমালা কি সূত্রে গাঁথা, এবং ইহাও বুঝিতে পারিবেন, এই 'দুঃখমালা' এ জগতে আমার এ জীবনের স্মৃতিচিহ্ন মাত্র রহিল।

প্রথম বারে "দুঃখমালা" যে ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল, এবার তাহার কোন কোন অংশ পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়াছি।

দুঃখমালা প্রথম বার প্রকাশের পর এই দুঃখপূর্ণ জীবনে এরূপ কতকগুলি হৃদয়বিদারক ঘটনা হইয়া গিয়াছে যে, সে গুলির সংঘটনসূত্রে অন্তরের অন্তস্তল হইতে 'দুঃখ-গাথা'র উৎপত্তি হয়। তাহা স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকটিত না করিয়া, দুঃখমালার উপসংহারস্বরূপে এতৎসহ সংবদ্ধ করা হইল।

কলিকাতা
২৭শে আষাঢ়,
সন ১৩০৩ সাল।

গ্রন্থরচয়িত্রী।

শ্রীশ্রীজগদীশ্বর।

সহায়।

পরমারাধ্যা পরমপূজনীয়া স্নেহময়ী মৎ জননী

শ্রীমতী————মাতৃদেবী

শ্রীচরণাম্বুজেষু।

মা! আমি আপনার দারুণ পুত্রশোক দর্শনে এবং নিজ ভ্রাতৃশোকে কাতরা হইয়া, অতিশয় মনের উদ্বেগের সহিত এই 'দুঃখমালা' খানি রচনা করিয়া, আপনার শ্রীচরণে ইহাকে মাল্যরূপে অর্পণ করিলাম। আপনি ইহাকে চরণে স্থান দিয়া অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার সকল পরিশ্রম সার্থক ও দুঃখ দূর করুন। যদি অজ্ঞানতা বশতঃ কোন স্থানে অন্যায় বা অনুপ-যুক্ত লেখা হইয়া থাকে, তাহা হইলেও ইহাকে আপনি নিজ স্নেহগুণে সংশোধিত করিয়া জনসমাজে প্রচার করুন, তাহা হইলে আমি পরম প্রীতা হইব। আপনি যখন চারি মাসের পুত্রের শোকে কাতরা হইয়া, একান্ত অধীরা হয়েন, এবং পিতৃদেব মহাশয়ও সেই শোকে কাতর হইয়া, প্রায় এক বৎসর দুঃসহ পীড়ায় কাতর হইয়া পড়েন এবং আমরা সকলে লক্ষ্ণৌ নগরে গমন করি, তখনকার যাতনা সকল মনে হইলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। পরম কারুণিক পরমেশ্বর যে, আমাদিগকে

সে দুর্দ্দিন হইতে উদ্ধার করিবেন এবং পিতা মহাশয় আরোগ্য লাভ করিবেন, তাহা আমাদের মনে তখন স্থান পায় নাই। যাহা হউক এখন সে যাতনা হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছি। অনেক সুখানুভব করিতেছি বটে, কিন্তু এখনও আমার সেই পূর্ণ-চন্দ্রের ন্যায় শিশু সহোদরটী হৃদয়ে সর্ব্বদাই জাগরিত রহি-য়াছে। অনেক দেবারাধনায় সেই ভ্রাতাটি লাভ করিয়া-ছিলাম; কিন্তু অকালে যে কি ভয়ানক যন্ত্রণা হইয়াছে, তাহা আর কি বলিয়া শেষ করা যাইতে পারে? তবে মানুষের মন শোকে অভিভূত হইলে, চুপ করিয়া থাকিলে বড়ই কষ্টকর হয়; আত্মীয় স্বজনের নিকট মনোবেদনা প্রকাশ করিলে, প্রাণ অনেক শীতল হয়। সেই জন্য আমি এই ক্ষুদ্র লেখনী দ্বারা কিঞ্চিৎ দুঃখ প্রকাশ করিতেছি। যদি আপনি এবং পাঠক মহাশয়গণ সন্তুষ্ট হয়েন, তাহা হইলে আমার সকল শ্রম সফল হইবে। আপনাকে এ বিষয়ে অধিক আর কিছু অবগত করাইতে হইবে না, কারণ আপনি দেখিয়াছেন, আমি ইহাকে বহরমপুরে ১২৭৯ সালের ১লা মাঘ হইতে কত যত্ন করিয়াছি। ইহার অর্দ্ধেক রচনা শেষ হইলে, কিঞ্চিৎ আশার সঞ্চার হওয়াতে মনে আশা করিলাম যে, তবে পুনর্ব্বার আমরা সেই অমূল্য নিধি প্রাপ্ত হইব। সেই আশায় এই দুঃখমালাকে এক বৎসর রাখিয়াছিলাম। তাহার পর যখন

দেখিলাম যে, একটী ভগিনী হইল, তখন সেই অপরিসীম দুঃখ অনেক দূর হইল বটে, কিন্তু ভ্রাতৃমুখ-দর্শনসুখ আশে কিছু দিনের জন্য এখন নিরস্ত হইয়া, ইহাকে প্রকাশ করিতে আপনার হস্তে অর্পণ করিতেছি, আপনি ইহাকে গ্রহণ করিয়া প্রকাশ করুন। পাঠিকা মহাশয়াগণ ইহা পাঠ করিয়া আমাব প্রতি অবশ্যই দয়া করিবেন, এবং তাঁহাদের চিত্তে করুণার উদয়ও হইবে, এই জন্য আশা করিতেছি যে, যদিও ইহা লোকালয়ে প্রকাশের উপযুক্ত কিছুই নহে, তথাপি সকলেই ইহাকে কাতরতার নিদর্শন জ্ঞানে ইহা পাঠ করিয়া, আমার শ্রম সার্থক এবং আমাকে চরিতার্থ করিয়া চিরবাধিত করিবেন শ্রীচরণে নিবেদন ইতি।

২৩শে জ্যৈষ্ঠ, বুধবার। সন ১২৮০ সাল। কলিকাতা।	আপনার অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষিণী ও স্নেহাভিলাষিণী কন্যা শ্রীমতী ইন্দুমতী।

শ্রীশ্রীজগদীশ্বরঃ।

বৎসে ইন্দুমতী!

তোমার এ পুষ্পমালা গলেতে পরিয়া,
স্বর্গসুখ অনুভব করিনু হেরিয়া।
তোমার এ রত্নহার করিয়া ধারণ,
বিশেষ প্রফুল্ল আজ হল মোর মন।
তোমার সে মধুরতা মনেতে হইয়া,
বাৎসল্যতা রসে মন যায় মা গলিয়া।
তোমার গুণের ধার সুধিতে নারিব,
চিরকাল মন মাঝে অঙ্কিত রাখিব।
তোমার সে মাতৃভক্তি হেরিয়া নয়নে,
শত শত ধন্যবাদ করিয়াছি মনে।
অধিক কি কব বাছা তোমার গুণেতে,
নিদারুণ পুত্রশোক করিনি মনেতে।
সে দিন মনেতে যবে হয় রে উদয়,
থাকে না মনেতে কিছু স্মরি সে সময়।
মানুষের প্রাণ যদি কঠিন না হবে,
পুত্রশোকবিদ্ধ হয়ে কেন প্রাণ রবে?
সকলি ত জান বাছা কি কহিব আর,
কহিতে কহিতে আঁখি হেরে অন্ধকার।
তোমা কন্যা পাইয়াছি কত পুণ্যফলে,
জন্মজন্মান্তরে শিব পূজে বিল্বদলে।
তোমার সে সৌম্য রূপ কভু না ভুলিব,
চিরদিন স্নেহগুণে বাঁধিয়া রাখিব।

তোমার অসীম গুণ মনেতে হইলে,
মম প্রীতি প্রতিপক্ষ অলক্ষ্য ভূতলে।
তোমার সুখ্যাতিরূপ সৌরভ যখন,
মনেতে পড়িয়া হয় আনন্দিত মন,
তখন মনেতে কিছু নাহি থাকে আর,
তোমার গুণের কথা স্মরি বার বার।
অয়ি বৎসে চারুশীলে! হও পতিব্রতা,
এ হতে আমার নাহি সুখের বারতা।
স্বামী পুত্র লয়ে বাছা সুখে কর ঘর,
শুনিয়া হইব আমি আনন্দ অন্তর।
অয়ি কাব্যবিনোদিনি! করি আশীর্ব্বাদ,
সাবিত্রী সমান হও ঈশ্বর-প্রসাদ। *

সন ১২৮১ সাল, ৯ই বৈশাখ। নিয়ত শুভানুধ্যায়িনী

শ্রীমতী—

---

* দুঃখমালা রচিত হইবার ষোল মাস পরে এই পদ্যময়ী পত্রিকা খানি লিখিত হয়। এই সময়ে রচয়িত্রীর ভ্রাতৃশোক কতক পরিমাণে নির্ব্বাপিত হইয়াছিল, এবং তিনি পুত্রবতী হইয়া সুখিনী হইয়াছিলেন। তাঁহার মাতৃ দেবীও সেই সুখে পরম সুখিনী হইয়া কন্যার সন্তোষ বর্দ্ধনার্থ তদীয় রচিত প্রথম কাব্যদাম মুদ্রাঙ্কিত করিতে দেন। মুদ্রা কার্য্য কতক সমাপিত হইলে, ইন্দুমতীর শ্বশুরালয় হইতে সমাচার আসিল যে, নিদারুণ কাল তাঁহার পুত্ররত্ন হরণ করিয়াছে। পরলোকগত শিশুর মাতামহী শোকে কয়েক দিবস অভিভূত থাকিয়া, ইহার পরবর্ত্তিনী দ্বিতীয় পদ্যময়ী পত্রিকা খানি কন্যার উদ্দেশে লিপিবদ্ধ করেন। ইতি ১লা আষাঢ়, সন ১২৮১ সাল।

প্রকাশক।

১লা জ্যৈষ্ঠ, ১২৮১ সাল।

হয়েছে তোমার পুত্র শ্রবণ করিয়া,
আকাশের চন্দ্র হাতে পাইনু ধরিয়া।
তোমার পুত্রের মুখ হেরিব নয়নে,
কখনও হেন আশা করি নাই মনে।
হাতেতে পাইয়া বাছা আশাতীত ফল,
আশা নদী পারে মন যাইতে নারিল।
বড়ই প্রবল আশা হয়েছিল মনে,
তোমার পুত্রের মুখ হেরিব নয়নে।
বিধি তাহে বাদী হল কি করিব বল,
মনের যে আশা মোর মনে মিশাইল।
এমন কি মহাপুণ্য করিয়াছি আমি,
কোলেতে করিয়া পুত্র আসিবে মা তুমি।
হেরিয়া সার্থক হবে নয়ন আমার,
ভবন হইবে মহা শোভার আকর।
তোমার পুত্রের মুখ দর্শন করিয়া,
আনন্দ সাগরে মন যাইবে ভাসিয়া।
আশার অধিক আশা রহিল রে মনে,
আশাধিক ফল লাভ হইবে কেমনে।
মনেতে করাই মোর ধিক্ ধিক্ ধিক্,
আশার কুহক জাল এমনি অলীক।
আশা নদী পারে যাব ছিল মোর মনে,
আসিয়া প্রবল ঝঞ্ঝা ভাঙ্গিল কেমনে।
তোমার কি দোষ দিব মম কর্ম্মফল,
অদৃষ্টের লিপি যাহা কে খণ্ডাবে বল ?

তোমার হৃদয়ে শোক বিদ্ধ হবে হেন,
মনেতে করিনি বাছা আমি রে কখন।
এমন দারুণ শোক হৃদয়ে তোমার,
কেমনে সহিবে ইহা ভাবনা আমার।
তোমার করুণ স্বর শ্রবণ করিয়া,
কেমন করিয়া আমি থাকিব সহিয়া?
কোমল কমল তুমি নবীন কোরক,
কেমনে পসিল তোর হৃদয়ে কণ্টক?
তোমার মলিন মুখ কেমনে হেরিব?
তোমার কাতর বাক্য কেমনে শুনিব?
কেমনে হেরিব তোর নয়নের জল?
হেরিয়া যে হবে মন আমার চঞ্চল।
কোথায় হেরিব তোর প্রফুল্ল বদন,
কোথায় হেরিনু তোর সজল নয়ন!
কোথায় হেরিব তোর মুখে মৃদু হাসি,
কোথায় হেরিনু তোর চক্ষে জলরাশি!
কোথায় হেরিব তোর কোলে চাঁদমুখ,
কোথায় দেখিয়া তোরে উপজিছে দুখ।
কোথায় আসিবি ধেয়ে দেখাতে নন্দন,
কোথায় আসিয়া তুই করিস্ ক্রন্দন!
কোথায় সোণার চাঁদ কোলেতে করিয়া,
পুত্রশোক যাবে তোর নন্দনে দেখিয়া।
হেরিয়া তাহার মুখ উপজিবে সুখ,
কোথায় ভাবিয়া মনে হইতেছে দুখ!

এমন কপাল আমি কি করেছি বল,
মরুভূমি মাঝে পাব সুশীতল জল। *
হাতেতে পাইয়া ধন দূরে নিক্ষেপিলে,
অদৃষ্টেতে যাহা ছিল তাহাই করিলে।
তোমার হইবে পুত্র মনেতে ছিল না,
করেতে পাইয়া নিধি কেন রাখিলে না।
এখন কি হবে বল করিলে ক্রন্দন,
অদৃষ্টের লিপি যাহা হইল তেমন।
হইলে তোমার সুখ হব আনন্দিত,
বিধাতা হইল বাদী তাহাতে কিঞ্চিত।
কেমনে হইবে সুখ তোমার অন্তরে,
হইতেছে জপমালা আমার অন্তরে।
ঈশ্বর! তোমার কাছে করিহে প্রার্থনা,
সুখেতে গরল আর দিওনা দিওনা।
ইহার অধিক সুখ কিছু নাহি চাই,
তোমার নিকটে শুদ্ধ এই ভিক্ষা পাই,
শুনহে বিধাতা বলি তোমায়।
হেন কাজ করা উচিত নয়,
তাই বলি হরি কর বিহিত।
চিরদিন যায় রয়হে হিত,
সহিতে না পারি এ শোক তাপ।
জানিনা করেছি কতই পাপ।
ইতি—

শ্রীমতী—

শ্রীশ্রীজগদীশ্বরঃ ।

শরণং ।

মা ইন্দুমতী !

তোমার রচিত দুঃখমালা পাঠ করিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম, কারণ তোমার লেখনী হইতে এমন উৎকৃষ্ট কবিতা বিনির্গত হইবে, তাহা আমি স্বপ্নেও জানিতাম না, তবে তুমি যে অসাধারণগুণসম্পন্ন মহাত্মার কন্যা, তোমার ইহা স্বভাব-সিদ্ধ সন্দেহ নাই ।; এক্ষণে জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা, তুমি যে ভ্রাতৃশোক প্রাপ্ত হইয়াছ, তাহা তোমার অচিরে বিনষ্ট হইয়া তুমি দীর্ঘজীবনী হইয়া সর্ব্বদা এইরূপ বিদ্যা চর্চ্চা কর। তাহা হইলে তোমার সুখ ও গৌরব বৃদ্ধি হইবে এবং আমরাও যারপর নাই সন্তোষলাভ করিব ।

১৬ই বৈশাখ, ১২৮১ সাল ।

আশীর্ব্বাদক

শ্রীসূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী ।

দুঃখমালা।

সহোদর-সুখে প্রভু করিলে মোরে বঞ্চিত,
এ দারুণ ব্যথা কেন দিতেছে হে অবিরত ?
কৃপাদৃষ্টি কর তুমি, ওহে প্রভু অন্তর্যামী,
সকলি জানিতে পার অন্তর-যাতনা যত।
জানিয়া শুনিয়া কেন, নিষ্ঠুর হইলে হেন ?
কাড়িয়া লইয়া সুখ, সুখ বা পাইলে কত ?
যদিও অদৃষ্ট গুণে, হারায়েছি ভ্রাতাধনে,
শোকার্ত্ত দেখিয়া সবে দয়া কি হ'ল না পিতঃ!
হইল বৎসরত্রয়, সবে শয্যাগতপ্রায়,
যেরূপ কাতরা মাতা, তাহা হে বর্ণনাতীত।
ভূমিতে পড়িয়া মোরা, কাঁদি দিবানিশি সারা,
কত যে কাতরা প্রভু হইয়া আছেন মাতা।
বিনা সে প্রাণের নিধি, বিদরিয়া যায় হৃদি,
আর্ত্তস্বরে ডাকি সবে কোথায় লুকাল ভ্রাতা।
দয়াময় নাম ধরে, সে নামে কলঙ্ক করে,
আমাদের প্রতি কেন নিষ্ঠুর হইলে এত ?

ভ্রাতা যে অমূল্য ধন, বুঝিনু তাহা এখন,
সহোদর জন্য আমি দুঃখ যে পেতেছি কত।
প্রাণাধিক হয়ে হারা, শোকার্ণবে ভাসি মোরা,
অন্তরে জাগিছে সদা সে বিধুবদন।
বিদরিয়া যায় বুক, না দেখিয়া তার মুখ,
না জানি কেমনে মোরা ধরেছি জীবন।
প্রজ্জ্বলিত হুতাশন, জ্বলিতেছে অনুক্ষণ,
সে বদন মনে পড়ি হৃদি সদা জ্বলিছে।
অধিক কি কব আর, ধিক্ প্রাণে মোসবার,
নতুবা সে সুখ-আশা এখনও করিছে।
হবে কি সৌভাগ্য হেন, সে দিন হইবে পুনঃ,
শোকার্ণব হ'তে সবে আমরা হে উঠিব।
হেরিব কি সে বদন, করে তারে নিরীক্ষণ,
কোলেতে করিয়া তারে আনন্দেতে ভাসিব।
পবিত্র হইবে ধাম, করিব তোমার নাম,
বলিব আমরা প্রভু অতি দয়াময়।
সে ধনে বঞ্চিত হয়ে, সদাই অসুখে রয়ে,
অনন্ত যাতনানলে জ্বলিছে হৃদয়।
দয়া করে দেহ পুনঃ, জুড়াক তাপিত প্রাণ,
সুস্থির হউন পিতা হেরিয়া পুত্রের মুখ।

কি কব তাঁহার কথা, মনে হলে পাই ব্যথা,
হৃদয় ফাটিয়া যায় হেরিলে তাঁহার দুঃখ।
তিনি মনদুঃখে রন, অধিক কাতর মন,
হয় প্রভু আমাদের তাহার কারণ।
এত কি হে সহ্য হয়, দেখে বুক ফেটে যায়,
হৃদয় হয়েছে প্রভু পাষাণ এখন।
মনে হলে ভ্রাতৃ-মুখ, কিছুতে কি থাকে সুখ,
হৃদয় বিদীর্ণ হয় উদাস এ মন।
দুঃখীলোক যাহা চায়, পিতা মম দেন তায়,
তাঁরে কেন এ ধনেতে করিলে বঞ্চিত ?
কৃপাবলোকন কর, এ যাতনা দূর কর,
প্রার্থনা আমরা নাথ করিহে কিঞ্চিত।
অন্য কিছু নাহি চাই, কিছুতেই কাজ নাই,
যে ধনের জন্য মোরা সকলে ব্যাকুল।
দয়া করে সেই ধন, কর দান রাখ প্রাণ,
মোরা সুখী হব, সুখী হবেন মাতুল।
সবাই কাতর কত, তাহা হে বলিব যত,
ততই বাড়িবে সেই প্রজ্জ্বলিত হুতাশন।
চক্ষে জল নাহি রয়, বক্ষ সদা ফেটে যায়,
মনেতে করিলে প্রভু তাহার বদন।

পাষাণ গলিয়া যায়, হৃদয় বিদীর্ণ হয়,
সে মুখ পড়িলে মনে, মনে কিছু থাকে না।
বল ওহে দয়াময়, তব দয়া কোথা রয়,
আমাদের দুঃখ দেখি, দয়া কি হে হয় না।
তোমারে বলিব কত, নাহি কিছু অবিদিত,
এ সংসারে ওহে প্রভু তোমার নিকটে।
আমাদের প্রাণে কেন, ব্যথা দাও এ দারুণ,
দূর কর এ যন্ত্রণা বলি মোরা করপুটে।
প্রাণাধিক কোথা গেল, কেন বা সে পলাইল,
অযত্ন ত করি নাই আমরা তাহারে।
মোদের অদৃষ্ট দোষে, ছাড়িয়া পলাল শেষে,
কি দোষ দিব হে বল আমরা তোমারে।
পূর্ব্বে দয়া করেছিলে, শেষে হে নির্দ্দয় হলে,
এ যাতনা কেন দিলে করি তাই ভাবনা।
কত কষ্ট পাই মোরা, পিতামাতা জ্ঞানহারা,
ইহা দেখে তব মনে দয়া কি হে হয় না?
করিয়াছি কত পাপ, তাই পাই হেন তাপ,
জন্মান্তরে কাকে বুঝি ভ্রাতৃহীন করেছি।
লয়ে কার ভ্রাতাধন, দিয়া দুখে বিসর্জ্জন,
জন্মের মতন কারে শোকনীরে ফেলেছি।

হেন দুঃখ সেই পাপে, পুড়ি ভ্রাতৃ-শোকতাপে,
শোকাগ্নিতে দগ্ধ নাথ হই দিবানিশি।
ভুলি তারে মনে করি, কিন্তু যে ভুলিতে নারি,
সদা মনে জাগিতেছে সেই মুখশশী।
সে রূপ যে মধুময়, যখন হে মনে হয়,
সুধাংশু জিনিয়া তার ছিল যে বদন।
আকাশের চাঁদ মোরা, হাতে পেয়ে হনু হারা,
পদ্মফুল দিয়া জলে করিছে রোদন।
গিয়াছে সে সুসময়, আহা কি আনন্দময়,
আনন্দে কেটেছে কাল লয়ে সেই ধন।
কোথা গেল ভ্রাতৃধন, না রহে বুঝি জীবন,
তাহার কারণ প্রভু যায় হে জীবন।
সে ধনে বঞ্চিত হয়ে, দেহে কি জীবন রহে,
কঠিন হৃদয় তাই বিদীর্ণ যে নাহি হয়।
কেন দিলে অকস্মাৎ, হেন শোক বজ্রাঘাত,
কাহার প্রাণেতে বল এমন যাতনা সয়?
কি দোষ দিব তোমার, অদৃষ্টে হোল আমার,
সেইরূপ হইতেছে যেমন লিখন।
বুঝেছি বুঝেছি মর্ম্ম, যেমন আমার কর্ম্ম,
সেই হেতু সহিতেছি যাতনা এমন।

তাহা না হইলে প্রভু, এরূপ যাতনা কভু,
দিতে না পারিতে নাথ মোদের অন্তরে।
নাম তব দয়াময়, তোমার উচিত নয়,
ভ্রাতৃশোকশেল প্রভু মারিতে লোকেরে।
ইহা যে অতি অসহ্য, হয় কি মানুষে সহ্য,
যদিও হইত প্রভু শরীর পাষাণ।
বিদীর্ণ হইত বুক, দূর হ'ত সব দুঃখ,
তাহা হলে কাকে দিতে যাতনা এমন ?
কেবা এ সহিতে পারে, হেন বা গড়েছ কারে,
মানুষের প্রাণ বলে এত সহ্য হয়।
মানুষ কঠিন অতি, দেখি ওহে বিশ্বপতি,
কত যে জ্বালাও প্রভু বলিবার নয়।
এই কি উচিত হয়, এমন বিচার নয়,
হইয়া বিচারপতি হেন অবিচার।
ধর্ম্মের নাহিক লেশ, এই কি হইল শেষ,
কেন হে এমন মন হইল তোমার ?
তুমি দয়াহীন হ'লে, লোকে দয়াময় বলে,
চিরকেলে নাম তব কে আর বলিবে ?
দীননাথ দীনবন্ধু, উদ্ধার ভবের সিন্ধু,
এইমত কত নাম সকলি লুকাবে।

(পৃথিবীতে কত দয়া, কতই তোমার মায়া,
চাহিব যে দিকে নাথ সে দিকে দেখিব।
সকলি তোমার সৃষ্টি, কতই করিব দৃষ্টি,
তোমার মহিমা নাথ কতই বলিব।
সহকার সহকারে, মরি কিবা শোভা করে,
হেরিয়া নয়ন মন প্রফুল্লিত হইল।
দেখি বসন্তের শোভা, জগজ্জন মনোলোভা,
প্রকৃতির শোভা, দেখি মন নাহি ভুলিল।
কোথা প্রভু দয়াময়, হ'ক নাথ! তব জয়,
তব নামামৃতপানে পুলকিত হইনু।
মুঞ্জরিত বৃক্ষমূল, শাখিশাখে পাখীকুল,
তথাপি সে মুখ আমি ক্ষণেক না ভুলিনু।
যে দিকে আঁখি ফিরাই, দেখিবারে তাই পাই,
তব দয়া বিশ্বমাঝে প্রকাশিছে মহিমা।
কিন্তু হেন কবে হবে, আমরা হে এই ভবে,
নিজ নিজ মনে মনে প্রচারিব গরিমা।
কোকিল করে ঝঙ্কার, বায়ুর হয় সঞ্চার,
পল্লবিত বৃক্ষ সব আহা কিবা মধুময়।
মল্লিকা মালতী জাতি, গোলাপ ও বেল যূথী,
দেখিয়া সে সব শোভা মনদুঃখ দূর হয়।

বৃক্ষেতে ধরে শ্রীফল, নানাবৃক্ষে নানা ফল,
পৃথিবীর সর্ব্বলোক আনন্দে হয় মগন।
পলাশ পল্লবোপরি, কিংশুক জিনিয়া হরি,
আহা মরি কিবা শোভা বনে করে বিতরণ।
মৃগ সব বনে চরে, বৃক্ষ সব ফলভরে,
অবনত হয় সব পৃথিবীর পৃষ্ঠোপরে।
মনঃদুঃখ যার যত, সকলি হয়েছে হত,
অন্তর বেদনা যত সকলি যায় হে দূরে।
বৃক্ষ সব ধরে ফল, হেরিয়া হই বিকল,
আমাদের হেন দিন কত দিনে হইবে।
বসন্ত যাইলে পরে, তাপে গ্রীষ্ম খরতরে,
আমার হৃদয় জ্বালা আরো প্রভু বাড়িবে।
যদিও বসন্তে হেরে, তব নাম মনে করে,
কিঞ্চিৎ আমরা নাথ হইয়াছি স্থির।
রবি হ'লে খরতর, অধিক বিন্ধিবে শর,
মনের কষ্টেতে নাথ হইব অধীর।
বর্ষায় নূতন জল, পদ্মপত্র ঢল ঢল,
শরতে গগনে প্রভু উঠিবে হে শশধর।
তাহারে হেরিয়া মন, আরো হবে উচাটন,
সদা মনে পড়িবে হে সুখ-সুধাকর।

হেমন্ত আসিলে পরে, সব হে আন্ধার করে,
এই কালে তারে মোরা দিয়ে বিসর্জ্জন।
দুরন্ত হিমেতে তারে, বিদায় জনম তরে,
দিয়াছি আমরা প্রভু ধরিয়া জীবন।
ভয়ানক শীতে প্রভু, তারে না ভুলিব তবু,
একে শীত তাহে শোকে কাঁপিবে হৃদয়।
এইরূপে যাবে কাল, ভুগিব শোক-জঞ্জাল,
দুঃখেই জীবন তবে গেল হায় হায়!
সব দিন চলে গেল, তবু সে ত না আসিল,
একেবারে তারে কি হে দিয়াছি বিদায়?
কোথা গেলে তারে পাব, বলে দাও তথা যাব,
কেমনে তাহারে ছেড়ে আছে এ হৃদয়।
বাহির না হয় প্রাণ, নাহি জানি কি কারণ,
শরীর পাষাণ নাথ হোয়েছে এখন।
ভূমে পড়ি দিবা নিশি, ভাবি সেই মুখশশী,
দিবা রাত্রি করিতেছি তারে সম্বোধন।
অতি পাপীয়সী আমি, না ডাকিনু অন্তর্যামী,
কেবল ভাবি হে বসি সে বিধুবদন।
বসন্তের আগমনে, সবে আনন্দিত মনে,
করিতেছে একমনে তব নামসুধাপান।

আমার কেবল হায়, বিফলে জীবন যায়,
কি ফল হইবে বল করিলে রোদন।
(সে যে প্রাণতুল্য ধন, তাহারে ছেড়ে এখন,
কেমনে জীবন প্রভু এখনও রয়েছে।
হইয়া তাহারে হারা, সব দৃষ্টিহীন মোরা,
অন্ধের নয়ন আজি বর্ষত্রয় গিয়েছে।
তব নাম তবে কেন, নাহি করি উচ্চারণ,
শোকসিন্ধু মাঝে কেন ডুবিয়া রয়েছি।
নাহি দেখে একক্ষণ, হয়েছে প্রলয় জ্ঞান,
ছাড়িয়া সে প্রাণধন প্রাণ কেন রেখেছি।
পাষাণ বলিয়া তাই, ছাড়িয়া প্রাণের ভাই,
অনাসে সে ধন ছেড়ে বর্ষত্রয় হইল।
জীবন বিহনে দেহ, ধরিতে পারে কি কেহ,
কি করিয়া প্রাণ প্রভু এত দিন রহিল।
প্রতিপৎ শশধর, সম তার কলেবর,
আহা কিবা মধুময় ছিল সে বদন।
দেখিলে সে চন্দ্রমুখ, হইত অপার সুখ,
এখন হইলে মনে হৃদে জ্বলে হুতাশন।
শয়নে স্বপনে তাহা, ভুলিতে কি পারি আহা,
হৃদয় মাঝারে আসি সদা দেখা দেয়।

নয়ন চাহিলে পরে, না দেখিতে পাই তারে,
অশনি হানিয়ে বুকে অমনি লুকায়।
একি বিপরীত ভাব, কোথায় খুঁজিয়া পাব,
নয়ন সম্মুখে আসি হও রে উদয়।
অনিমিষ নেত্রে তোরে, দেখিরে নয়ন ভরে,
করি রে শীতল ভাই তাপিত হৃদয়।
তোমার শোক-আগুণে, হৃদি জ্বলে হুতাশনে,
যেমন জ্বলিয়া উঠে ঘৃতাহুতি দানে।
তেমনি তোমার শোকে, পুড়ায়ে মারিছ মাকে,
পিতামাতাহীন মাতা নাহি কি রে মনে।

সাধ ছিল ভাই! তোমারে লয়ে,
পিতৃ-মাতৃ-শোক যাব ভুলিয়ে।
মাতা যে আমার কাতরা কত,
বলিব যতই বাড়িবে তত।
যাইতে কি দয়া হল না তোর,
সুখনিশি মার করিয়া ভোর।
এই কি উচিত হইল ভাই,
দিবা নিশি আমি ভাবি রে তাই।

যেরূপ অধীরা থাকেন মাতা,
বারেক আসিয়া দেখ রে ভ্রাতা।
পিতা মাতা শোক জ্বলে অনল,
পুত্রশোক ঘৃত করে প্রবল।
কেমনে মাতার যাইবে দুঃখ,
কেমনে ভুলিবে তোমার মুখ।
শুনিতে না পাও ডাকি রে যত,
নির্দ্দয় কেমনে হইলে এত।
কাতর সকলে তোমার তরে,
তব শোকে আঁখি সতত ঝরে।
কোথা গেলে বল পাব তোমায়,
বল ভাই তার করি উপায়।
যায় ভাই প্রাণ তোমা বিহনে,
কিছু সুখ নাহি প্রাণ ধারণে।
ইহার কি আছে বল উপায়,
করিব তাহাই মোরা ত্বরায়।
বিলম্ব না সহে প্রাণেতে আর,
তোমা বিনা ভাই সব আন্ধার।
কোথা গেলে দেখা পাব তোমার,
বলিয়া জুড়াও প্রাণ আমার।

এই মনে মোর হতেছে ভাই,
যেখানে তোমারে খুঁজিয়া পাই।
তথায় যাইয়া জুড়াই প্রাণ,
ভ্রাতৃশোক-অগ্নি করি নির্ব্বাণ।
সুখেতে আমার যাইবে দিন,
আর না হইবে মন মলিন।
পিতা ও মাতাকে শোকেতে ফেলি,
গিয়াছ তুমি রে অনা'সে চলি।
আমি গেলে বল কি হবে আর,
দ্বিগুণ বাড়িবে শোক মাতার।
তব মুখ হলে মনে উদয়,
পাষাণ-হৃদয় বিদীর্ণ হয়।
ছিলে তুমি তাঁর প্রাণের নিধি,
তোমারে কাড়িয়া লইল বিধি।
তোমাধনে হয়ে বঞ্চিত তারা,
সব সুখে ভাই হয়েছে হারা।
এত দুঃখ ভাই জানিতে যদি,
ত্বরিত তারিতে এ দুঃখ-নদী।
বারেক দেখিতে নয়ন ভরে,
বাসনা আমার মানস করে।

আমাদের প্রতি হল না দয়া,
কেমনে কাটালে মায়ের মায়া ?
ভ্রাতৃশোক-অগ্নি দিয়া হৃদয়ে,
এ দারুণ জ্বালা দিয়ে জ্বালায়ে।
কেমনে পলালে কঠিন হয়ে,
আমরা যে ছিনু তোমারে লয়ে।
আসিয়া জুড়াও প্রাণ তাপিত,
গেছ কিরে ভাই জনম মত।
পিতা তব লাগি কাতর মন,
শুনিছ কেমনে তাঁর রোদন।
কত যে যাতনা পেতেছি প্রাণে,
বলিব তোমারে বল কেমনে ?
এত কষ্ট কেন দাওরে বৃথা,
ব্যথার উপরে দিও না ব্যথা।
তোমার নিকট বলিরে এই,
এখনো জ্বলিছে অনল সেই।
আর কেন তাতে দাও রে ঘৃত,
ডাকিতেছি ভাই তোমারে কত।
শুনিতে না পাও কঠিন হয়ে,
হৃদি কি বেঁধেছ পাথর দিয়ে।

কিছু বোধ বুঝি নাহি তোমার,
অধিক তোমারে কি কব আর।
তা হলে এমন কেমনে হতে,
নিশ্চিন্ত হইয়া কেমনে যেতে ?
কত আরাধনা করিয়া সবে,
তোমারে পাইয়াছিলাম তবে।
সকলে তোমাকে কোলেতে করে,
ভাসিয়াছিলাম সুখের নীরে।
সেই তুমি ভাই সবারে ফেলি,
গিয়াছ পলায়ে অনা'সে চলি।
বটে তুমি তবে অত্যন্ত শিশু,
কিন্তু মায়া জানে বনের পশু।
সে মায়া তুমি রে কাটায়ে গেলে,
পিতামাতা দোঁহে শোকেতে ফেলে।
কেমনে যাইতে মন উঠিল,
তুমি যে রে ভাই অতি কোমল,
কেমনে চরণ চলিল যেতে।
শুকাবে যে গলা কে দিবে খেতে ?
একাকী কেমনে আছ কোথায়,
তাই বলি ভাই ডাক আমায়।

আমি যেয়ে ভাই তোমার পাশে,
জুড়াই জীবন মনের আশে।
কত দিনে হেন হবে কপাল,
কবে তব কাছে যাইব বল।
হেন সুখ ভাই কবে রে হবে,
ভগ্নী বলে তুমি ডাকিয়া লবে।
কভু জানি না ভ্রাতৃ সম্বোধন,
কি করে জানিব সে সুখ কেমন।
তাই বলি ভাই ডাকিয়া লও,
একবার ভাই সদয় হও।
মরুভূমি মাঝে শীতল জল,
এমন আমার হবে কি বল।
বলহে ঈশ্বর বল কেমনে,
কি সুখে বাঁচিয়া থাকিব প্রাণে।
এখন প্রার্থনা করিহে আমি,
কৃপা দৃষ্টি কর অন্তরযামী।
এই ভিক্ষা মাগি তোমার স্থানে,
রেখ রেখ নাথ রেখ চরণে।

ওহে দীনবন্ধু, তুমি কৃপাসিন্ধু,
বিপদ-সিন্ধুতে পতিত আমি।
আমি হে কি কব, জান তুমি সব,
নাথ তুমি মম অন্তরযামী।
তবে কেন নাথ, নাহি দৃষ্টিপাত,
কি দোষে দুষী হে তব চরণে।
আমি হীনমতি, নাহি জানি স্তুতি,
আমারে ক্ষম হে তোমার গুণে।
দেখি তব রাজ্য, বিস্তারিত কার্য্য,
অখিল জনের তুমিই পিতা।
কিন্তু ওহে নাথ, কর দৃষ্টিপাত,
শোকে হয়ে আমি জীবনমৃতা।
দৃষ্টিপাত করি, হের দুঃখহারী,
শোকানলে মরি দেখহে চেয়ে।
কত কষ্ট পাই, বিনা প্রাণ-ভাই,
কি সুখ পাবে হে এ শোক দিয়ে।
বুঝি এইবার, হইল তোমার,
দয়াময় পিতা নামের শেষ।
ইহাতে কি তব, ওহে ভবধব,
কিঞ্চিৎ হল না দয়ার লেশ?

বিনা ভ্রাতৃধন, না রহে জীবন,
রোদনে কি ফল নিবিড় বনে।
আমি হে তেমতি, বসে দিবারাতি,
ডাকিতেছি তারে কাতর মনে।
হয়ে দয়াবান, কর কৃপাদান,
শুন ওহে প্রভু জগৎপতি।
যদি তব প্রতি, থাকে মম মতি,
তবে সে ধনে পাব শীঘ্রগতি।
এ হতে উদ্ধার, কর দয়াধার,
তুমি বিনা নাথ কে আর আছে।
অকূলের হরি, তুমিই কাণ্ডারী,
মনকষ্ট বলি তোমারি কাছে।
তুমি যদি নাথ, কর দৃষ্টিপাত,
তবেই অকূল সাগরে তরি।
নতুবা এখন, সাগরে জীবন,
ডুবায়ে আমরা প্রাণেতে মরি।
তাহে ক্ষতি নাই, যদি পাই ভাই,
প্রাণান্ত হলে কি তাহারে পাব।
তাহা যদি পাই, এখনি ত যাই,
তা হলে আর না কিছুই চাব।

কি কব অধিক, ধিক্ প্রাণে ধিক্,
সহেনা অধিক যাতনা প্রাণে।
ছেড়ে প্রাণ-ভাই, ভাবি মনে তাই,
এখনো বসিয়া আছিও বনে।
ভ্রাতার লাগিয়ে, শোকেতে ভাসিয়ে,
যদি তব কাছে যাইতে পারি।
তবে ত তরিব, সুখেতে ভাসিব,
আর এ যাতনা সহিতে নারি।
এ যে ভয়ঙ্কর, বড়ই দুস্তর,
যে জন ডুবেছে সেই সে জানে।
কত ভয়ানক, কি কষ্টদায়ক,
বলিয়া কি বলা যায় বদনে।
দয়াময় বিনা, উপায় দেখি না,
কে করিবে পার এ শোক হতে,
শোকের তরঙ্গ, কি ভীষণ রঙ্গ,
উঠেছে আতঙ্ক পড়ি ইহাতে।
শোকের সাগর, অতীব গভীর,
নাহি পারাবার তরি কেমনে।
দয়া কর নাথ, করি প্রণিপাত,
জুড়াই আমরা তাপিত প্রাণে।

ডুবায়ে সলিলে, কেন হে বধিলে,
তব নাম এতে করিতে নারি।
শোকেতে ডুবিয়ে, যেতেছি ভাসিয়ে,
বিনা দয়াময় কিরূপে তরি।
জন্মিয়া এবার, হল না হে আর,
হরিনাম করা ভাবিছে তাই।
দিন বয়ে গেল, নাম নাহি হল,
কেমনে ডাকিব কাঁদি সদাই।
ইহাতে কি হরি, ডাকিতে হে পারি,
পৃথিবীতে এসে কি সুখ হল।
অসুখে জীবন, কাটিলে কখন,
হরিনাম কার বেরয় বল।
ফেলে মায়াজালে, তুমিই পাঠালে,
তুমিই করিলে সুখের সৃষ্টি।
তবে কেন হরি, ভ্রাতৃশোকে মরি,
বারেক প্রভু হে না কর দৃষ্টি।
ভেবে দয়াময়, লয়েছি আশ্রয়,
এখন আশয় করিছে মনে।
হবে পুনর্ব্বার, সে সুখ আবার,
তেমনি আনন্দ হবে ভবনে।

সেই ভরসায়, ওহে দয়াময়,
এখন জীবিত আছিহে প্রাণে।
ওহে দয়াময়, হইয়া সদয়,
দয়া কর নাথ কাতর জনে।
ভিক্ষা এই শেষ, দাও পরমেশ,
সব জ্বালা যেন নিবিয়া যায়।
কাহারে বা বলি, যে জ্বালায় জ্বলি,
এতে নিস্তারের নাহি উপায়।
পড়েছি দুর্গমে, উদ্ধার গো উমে,
ওমা হরহৃদিবিলাসিনী।
হইয়া সদয়া, দেহ পদছায়া,
কাতরে ডাকি গো তোরে জননী।
দেহ গো অভয়া, হইয়া সদয়া,
ভরসা দেহগো আমার মনে।
চিরপিপাসিত, এ দেহ তাপিত,
বল মা জুড়াই মোরা কেমনে।
কিসে হবে সুখ, যাবে মনদুঃখ,
ডাকিমা তোমাকে অতি কাতরে।
পাই কষ্ট কত, আমি মা সতত,
কি আর বলিব বল তোমারে।

মৈনাকের শোকে, লইয়া মা তোকে,
সুখী হয়েছিল তোমার মাতা।
ভ্রাতৃশোক যত, নাহি অবিদিত,
তবু তুমি চক্ষে হেরনি ভ্রাতা।
শরীরে যাহার, ভ্রাতৃশোক তার,
হইয়াছে মাগো জানে সে কত।
কত যে যাতনা, কত যে বেদনা,
কত যে ভাবনা হয় গো কত।
ভাবি নিজ হৃদে, ওগো মা শারদে,
শোক হর মাগো দুঃখহরা।
তোমার মাহাত্ম্য, তব স্থূল তত্ত্ব
কেবা জানে মাগো দিগম্বরা।
কভু অট্টহাস, কভু কেশপাশ
আলুলিত; মাগো দেখিতে পাই।
কভু ভ্রাতৃশোকে, বসি দেবলোকে,
জিজ্ঞাসা কর মা কোথায় ভাই।
মহেশমোহিনী, কিছুই না জানি
আমি হীনমতি তোমার স্তব।
ও রাঙা চরণ, করিয়া স্মরণ,—
ধ্যানেও না পান আপনি ভব।

তব শোকে হর হয়ে দিগম্বর
করিয়াছিলেন শ্মশানে বাস।
দেখিয়া মা তুমি, হয়ে অন্তর্যামী
পূরালে তাঁহার মনের আশ;
হিমালয়ে গিয়ে, শক্তিরূপা হয়ে,
মেনকা-জঠরে জনম নিয়ে।
তুষিলে মহেশে, বরি অবশেষে,
প্রকৃতিপুরুষে মিশায়ে গিয়ে।
বিনয় বচনে, কহি শ্রীচরণে,
একমাত্র মাগো মনের আশা,
অন্য ভিক্ষা নাই, এই মাত্র চাই,
যেন নাহি ভাঙ্গে সুখের বাসা।
দেহ সুখ মনে, ভ্রাতৃ-শোকাগুণে
পুড়ে মরি, মাগো নিভায়ে দাও।
হয়ে কৃতাঞ্জলি, তোরে মাগো বলি,
কাতর কন্যার পানেতে চাও।

কত দিন আর আমি এ যাতনা সহিব।
এ হেন শোকের ভার আর কত বহিব।
আর কত দিন প্রভু এ শোক সহিয়া
রব পৃথিবীতে আর এরূপ করিয়া।
না পারি সহিতে, আর সহেনা হে মোর
আমার দুঃখের নিশি হবে নাকি ভোর?
ভ্রাতৃশোক-শেল আর না পারি সহিতে
এ দারুণ ভার আর না পারি বহিতে।
এ হেন যাতনা বল সহে কোন জন?
এত অল্প কালে কার হয়েছে এমন,
যেমন কপাল মম হইল তেমন,
সুখ না হইয়া হল দুঃখের দহন।
পূর্ব্ব জন্মে এত কি হে করিয়াছি পাপ,
সেই পাপে পাইতেছি হেন মনস্তাপ।
কিছু দিন সুখ ভোগ করে থাকে লোকে,
সুখ জানিলাম নাই মরি ভ্রাতৃশোকে।
ভ্রাতার সমান ধন নাই পৃথিবীতে।
সে ধনে হারায়ে প্রাণ থাকে কি দেহেতে?
কেমন করিয়া তারে ছাড়িয়া রয়েছি।
এ শরীরে প্রাণ মোরা কেমনে ধরেছি।

পাষাণহৃদয়া বুঝি আমরা হইব,
তাহা না হইলে কেন তাহারে ছাড়িব ?
বুকের কলিজা সে যে হৃদয়ের ধন,
তাহারে ছাড়িয়া কিহে বাঁচে এ জীবন ?
বশীভূত হয়ে তার অপূর্ব্ব মায়ায়,
বহুদিন অমানিশা রজনীর প্রায়।
বহুদিন হতে ছিল মন অন্ধকার,
তারে পেয়ে সে আঁধারে হয়েছিনু পার।
সেই পূর্ণ চন্দ্র পুনঃ করিয়া গ্রহণ,
জ্বালায়ে দিয়াছ নাথ দ্বিগুণ আগুন।
দয়াময় তুমি কিহে নির্দ্দয় হইলে,
ডুবালে কেন হে নাথ এ দুঃখ-সলিলে ?
এ শোক-সলিল হতে উঠা কি যাইবে,
সে হেন সুখের দিন আর কি হইবে ?
আর কি সে চন্দ্রমুখ আমরা হেরিব,
পুনঃ কি আনন্দ-নীরে সকলে ভাসিব ?
এ শোক দারুণ শেল রবে না অন্তরে,
তবে ত হে ধন্যবাদ দিব হে তোমারে।
আনন্দে পূর্ণিত হবে হৃদয় আমার,
পৃথিবী জুড়িয়া যশঃ ঘুষিব তোমার।

মনের হে দুঃখ যত সকলি জুড়াব,
আনন্দে মগন হোয়ে তোমারে ডাকিব।
দয়া যদি কর প্রভু তুমি পুনর্ব্বার,
তবে ত হইব সুখী আমরা আবার।
নতুবা তাহার সঙ্গে গিয়াছে হে সব,
তারে হারা হয়ে প্রভু হোয়ে আছি শব।
মুখশশী হেরিবারে বাসনা অন্তরে,
আর কারে জানাইব ? বলি হে তোমারে।
সুধামাখা মুখ হেরে জুড়াইব চিত,
হেরিয়া নয়ন মন হবে প্রফুল্লিত।
সহোদরে কোলে লয়ে পৃথিবীর দুঃখ,
দূর হবে কবে বল হেরে তার মুখ ?
কত দিনে মম আঁখি সে রূপ হেরিয়া,
সুখী হইবেক দুঃখে জলাঞ্জলি দিয়া।
হৃদয় অনল যত সব দূর হবে,
এ সকল দুঃখ কিছু মনে না পড়িবে।
কবে যে সুদিন প্রভু আবার হইবে,
সে হেন অমূল্যনিধি পুনঃ মিলাইবে।
মাতা পিতা সকলেতে অতি কষ্টে র'ন,
দিবানিশি তাঁহারা ত করেন রোদন।

তথাপি তোমার মনে দয়া নাহি হয়,
না জানি হইলে কেন এত হে নির্দ্দয়।
শুনিয়াছি তব নাম দীন দয়াময়,
তবে কেন দীনজনে দৃষ্টি নাহি রয়।
কেবল ধরেছ প্রভু নাম দয়াময়,
সে নামের উপযুক্ত কাজ নাহি হয়।
থাকিত যদ্যপি দয়া অন্তরে তোমার,
এ শোক না দিতে প্রভু হৃদয়ে আমার।
দীননাথ দীনবন্ধু কি কব অধিক,
তব দোষ নাহি প্রভু মোর প্রাণে ধিক।
নতুবা সে ধনে হয়ে আমরা বঞ্চিত,
এখনও দেহে প্রাণ আছে হে সঞ্চিত।
যদি হে মনুষ্য প্রাণে বজ্র না সহিবে,
তবে কেন এ যাতনা তুমি নাথ দিবে?
পূর্ব্বেতে করেছি প্রভু হৃদয় পাষাণ,
তবে ত সে ধনে ছেড়ে ধরেছি পরাণ।
তাহা না হইলে প্রভু বল কোন জন,
হেন শিশু ভ্রাতা ধনে দিয়া বিসর্জ্জন।
কেমন করিয়া বল ধরেছি জীবন,
পাষাণে সকলি সয় জানে সর্ব্বজন।

যেমন কঠিন মোরা তেমনি হৃদয়,
সেই হেতু ওহে নাথ বিচ্ছিন্ন না হয়।
হায় হায় এ যাতনা সহা নাহি যায়,
এত দুঃখ তবু প্রাণ লয় নাহি পায়।
বিদীর্ণ কি হবে নাহে আমার হৃদয়,
বল নাথ প্রাণে আর কত সহ্য হয়?
দারুণ এ ভ্রাতৃ-শোক হৃদয়ে জাগিবে,
এ শোক দহনে সদা অন্তর পুড়িবে।
শেল সম লাগিতেছে হৃদয়ে আমার,
কিছুতেই দয়া প্রভু হয় না তোমার।
বল তবে দয়াময় নাম কেন ধর,
বিপদ উদ্ধার নাম তবে পরিহর।
আমাদের ভাগ্য কি হে এত মন্দ হয়,
দয়াময় তুমি নিজে হইলে নির্দ্দয়।
জগতের তুমি হও অতি সুখদাতা,
আমাদের ভাগ্যে তুমি হলে দুঃখদাতা।
বুঝিহে ভাগ্যেতে নাথ এমনি ঘটিল,
তাহা না হইলে কেন দয়া না হইল।
বারংবার ডাকি নাথ আমরা তোমারে,
কেন বা এমন শোক দিলে হে আমারে।

না জানি কতই অপরাধ করিয়াছি,
সেই হেতু ওহে নাথ শোক পাইতেছি।
সে দোষের ওহে প্রভু ক্ষমা কিহে নাই,
অহর্নিশি করিতেছি ভাবনা যে তাই।
হাতে পেয়ে পদ্ম ফুল ভাসাইয়া দিয়াছি,
কঠিন জীবন বলে এখনও ধরেছি।
সে ধনে হারায়ে প্রাণ এ দেহেতে রেখেছি,
না জানি কতই নাথ কঠিন হে হয়েছি।
কপালের দোষে তারে হারায়ে ফেলেছি,
আকাশের চাঁদ মোরা ছাড়িয়া দিয়াছি।
ভ্রাতৃ-শোক-শেল বুঝি কাহারে দিয়াছি,
সেই হেতু হেন শোক আমি পাইতেছি।
কর্ম্মের যেমন ফল কে করে খণ্ডন,
সেইরূপ হইতেছে কপাল যেমন।
আমাদের প্রতি কর কৃপাবলোকন,
দূর কর ওহে নাথ যাতনা ভীষণ।
অতি সাধে অতি বাদ কেন হে সাধিলে,
দয়াময় হয়ে কেন নির্দ্দয় হইলে।
বুঝি হে হইল তব নাম মাত্র সার,
অথবা কি দোষ তব, অদৃষ্ট আমার।

তুমি ত করিয়াছিলে দয়া একবার,
এ সব হইল প্রভু অদৃষ্টে আমার।
কেহ সহোদর লয়ে পায় কত সুখ,
কেহ সহোদর বিনা পায় কত দুঃখ।
সহোদর তুল্য কেহ সমতুল্য নয়,
আমাদের শাস্ত্রে নাথ এইরূপ কয়।
সে ধনে আমারে প্রভু বঞ্চিত করেছ,
তবে ত কপালে নাথ আরো কি লিখেছ।
এ হেন দুঃসহ শোক সহ্য নাহি হয়,
সে বদন মনে যবে হয় হে উদয়।
তখন কি থাকে প্রভু এ দেহে জীবন,
দারুণ এ ভ্রাতৃশোকে দগ্ধ হয় মন।
তখন এ দেহ হতে যায় হে জীবন,
আমরা বলিয়া দেহ করেছি ধারণ।
যখন মনেতে পড়ে সে বিধুবদন,
তখন কেবল মাত্র করিহে ক্রন্দন।
বিসর্জ্জন দিয়া তারে জীবন ধরেছি,
কঠিন জীবন বলে জীবিত রয়েছি।
নতুবা এ হেন শোক কেন বা হইবে,
এ দারুণ শেল কেন হৃদয়ে বিঁধিবে।

সে হেন সুখেতে কেন অনলে দহিবে,
সে হেন সুখেতে কেন গরল পশিবে।
শোকে অভিভূত হয়ে যাবে যদি প্রাণ।
তবে কেন শোকে এত হব হতজ্ঞান।
সে মধুর সুখে কেন হইব বঞ্চিত ?
বিষবৃক্ষ কেন নাথ হইবে রোপিত।
পাষাণ বলিয়া তাই সকলি সহিবে,
দারুণ ভ্রাতার শোকে হৃদয় দহিবে।
যদি জন্মান্তরে প্রভু পাপ না করিব,
তবে কেন সে ধনেতে বঞ্চিত হইব।
পূর্ব্বেতে করেছি বুঝি কারে ভ্রাতৃহীন,
তাই এত দুঃখে মম কাটিতেছে দিন।
ভ্রাতৃ-শোক-তাপে তাই হৃদয় পুড়িছে,
সে শেল হৃদয়ে নাথ সর্ব্বদা লাগিছে।
অন্তর হতেছে দগ্ধ ভ্রাতৃ-শোক তাপে,
এ হেন দারুণ শোক পাই কোন পাপে ?
দয়া করে কর নাথ সেই পাপ ক্ষয়,
আমাদের প্রতি যেন কিছু দয়া হয়।
তোমার হইলে দয়া সকলি হইবে,
পুনঃ সে সুদিন প্রভু আবার আসিবে।

পুনরায় সুখে মোরা কাটাব হে কাল,
না রহিবে তাহা হলে শোকের জঞ্জাল।
মাতা হইবেন সুখী হেরে পুত্র-মুখ,
আমার হইবে প্রভু সহোদর-সুখ।
তা হলে মনের কষ্ট ঘুচিবে সকল,
আর না জ্বলিবে প্রভু হৃদয়ে অনল।
আনন্দিত হব প্রভু মোরা সর্ব্বজন,
সকলে হইব অতি প্রফুল্লিত মন।
জুড়াব জীবন মোরা হেরে চন্দ্রমুখ,
অন্তর্হিত হবে নাথ অন্তরের দুঃখ।
জুড়াবে তাপিত প্রাণ হইবে শীতল,
ভ্রাতৃ-শোক-সিন্ধু আর হবে না প্রবল।
এ শোক-সাগর হতে আমরা উঠিব,
পুনর্ব্বার চাঁদমুখ কি করে হেরিব।
হৃদয় হবে না প্রভু বিদীর্ণ হে আর,
না রহিবে ভ্রাতৃ-শোক শেল হে আমার।
আমরা জানিব নাথ তুমি দয়াময়,
পুনরায় হবে কি হে সে সুখ সময়?
আহ্লাদে পূর্ণিত হয়ে রহিব তখন,
কিছুমাত্র জড়ীভূত না হইবে মন।

তাহারে লইয়া কাল কেটেছে যেমন,
পুনঃ সহোদর পেলে হইবে তেমন।
যতদিন তাহারে না দেখেছি নয়নে,
ততদিন কত চিন্তা করিয়াছি মনে।
মনে হত কভু বুঝি হবে নাই ভাই,
সেই ভাই ছেড়ে আছি সদা ভাবি তাই।
এখন ভাবনা এই হইতেছে মনে,
তেমন কোমল শিশু ছাড়িয়া কেমনে
দিয়াছি আমরা নাথ হইয়া কঠিন—
পুনরায় চাহিবার কিবা প্রয়োজন।
কেন হেন আশা মোর হইতেছে মনে,
পঙ্গু যেন আশা করে গিরি আরোহণে।
সব আশা একবারে হোয়েছে বিফল,
কেমনে এমন আশা করি পুনঃ বল,
রে আশা! তোমার আশা ধিক শতবার,
এমনি মোহিনী মায়া আশারে তোমার।
কেন এত উচ্চ আশা হতেছে অলীক,
পুনরায় ভ্রাতৃ-আশা করা কেন ধিক।
উপস্থিত ধনে হয়ে বঞ্চিত আমরা,
পুনরায় হবে বলে একি আশা করা।

সে সকল সুখ ইচ্ছা কেন পুনঃ হয়,
তাহা হলে সেই দিন মনে যে পড়য়।
তার মুখশশী মনে পড়েরে যখন,
তখন যে কত কষ্ট জানে কোনজন।
ভ্রাতৃ-শোকানল হলে হৃদয়ে প্রবল,
নির্ব্বাণ করিব তাহা দিয়া কোন জল।
হেন বস্তু কিছু গৃহে না পাই খুঁজিয়া,
কেবল হৃদয় উঠে কাঁদিয়া কাঁদিয়া।
তখন কি এত আশা পায় মনে স্থান,
তখন কি বিদীর্ণ না হয়রে পরাণ।
এই এক কথা প্রভু বলিহে তোমারে,
ভ্রাতৃ-শোক দূর প্রভু কর একেবারে।
কোন দিকে গেছে সে যে আমারে ফেলিয়া,
সেই দিকে যাই প্রভু দাও দেখাইয়া।
সত্য সহোদর তবু পাইবার নয়,
তবু ত জুড়াবে নাথ আমার হৃদয়।
সত্য তার মুখ তবু না পাব দেখিতে,
আমার ত এত জ্বালা না রবে চিতেতে
সহোদর আশা আর না থাকিবে মা
যদি স্থান দাও প্রভু তব শ্রীচরণে।

নিবেদন করি পিতা আমি তব পায়,
তব শ্রীচরণ বিনা না দেখি উপায়।
শোকেতে পড়িয়া নাথ কিছুই হলনা,
একবার না হইল তব আরাধনা।
তোমারে না ডাকিলাম শোকেতে পড়িয়া,
উদ্ধার হইব তবে কিরূপ করিয়া।
কিরূপে ভবের রজ্জু করিয়া ছেদন,
তোমার নিকটে নাথ করিব গমন।
শোকাচ্ছন্ন হয়ে যদি দিবস কাটাব,
কবে আর তবে তব শ্রীচরণ পাব।
নিজ দয়া গুণে মোরে করহে তারণ,
শুনিয়াছি নাম তব জগৎ জীবন।
সে নামের পরিচয় দাও হে আমারে,
আর কি অধিক পিতা বলিব তোমারে।
কোথা ওহে জগন্নাথ পতিতপাবন,
তোমারে কাতরে ডাকে শোকগ্রস্ত জন।
কেবল এখন ইচ্ছা হয় হে এমন,
কবে প্রাপ্ত হব বল তব শ্রীচরণ।
ভবের যন্ত্রণা আর কিছু না থাকিবে,
সে হেন ভ্রাতার শোক আর না রহিবে।

সে অনলে দগ্ধ নাহি হইবেক মন,
একবার তুমি যদি দাও শ্রীচরণ ।
অধিক তোমারে জ্ঞাত কি করিব আর,
কিছু অবিদিত নাই নিকটে তোমার ।
কত আর নিবেদন করিব তোমায়,
এ বিপদ হতে প্রভু তারহে আমায় ।
জগতে সমান দয়া কর ত প্রকাশ,
কেন তবে মোরে কর সে সুখে নিরাশ ।
কেন বা দিতেছ নাথ সুখেতে গরল,
কেন জ্বালাতেছ বল হৃদয়ে অনল ।
কেন দিন দিন বৃদ্ধি হয় শোক-ভার,
কি দোষ করেছি প্রভু চরণে তোমার ।
ব্যাকুল হতেছে মন সহোদর তরে,
কত যে অসীম চিন্তা হতেছে অন্তরে ।
চিন্তারূপ হ্রদে মোর অন্তর ডুবিয়া,
করিতেছে এই চিন্তা বিরলে বসিয়া ।
শ্রীচরণে স্থান যেন হয় হে আমার,
মনেতে কিঞ্চিৎ নাথ রাখহে তোমার ।
তীরের মতন মোর অন্তরে লাগিছে,
ইহাতে তোমার বল কি সুখ বাড়িছে ।

নয়নেতে একবার কর দরশন,
দুঃখিনী তোমার কাছে করিছে রোদন।
মনের মতন ধন মোরে প্রদানিয়া,
তীর সম ভ্রাতৃ-শোক লহ উঠাইয়া।
না যদি চাহিবে মোরে নিজ দয়া গুণে,
মাদৃশ জনেরে কেবা চাহিবে নয়নে?
গেলে কি গহন বনে ভ্রাতারে মিলিবে,
তপস্যা করিলে সে কি নয়নে আসিবে।
অধিক তোমারে প্রভু কি বলিব আর,
ভবার্ণব হতে প্রভু কর তুমি পার।
ভ্রাতৃ-শোক করি নাশ পূরাও হে আশা,
সকলের পিতা তুমি ভবের ভরসা।
ঘুচাও এ হেন দুঃখ দিয়ে পদ-তরী,
এ শোকে কর হে পার দীনবন্ধু হরি।
হারা হোয়ে ভ্রাতৃ ধনে আছি অন্ধপ্রায়,
তিনটী বৎসর যেন পাগলের ন্যায়
হইয়া আমরা সবে আছি হে বসিয়া,
সব দুঃখ দূর কর পদাশ্রয় দিয়া।

হইবে মনেতে সুখ হেরিলে তাহার মুখ
ঘুচিবে এতেক দুঃখ ভ্রাতা পুনঃ মিলিলে।
এত যে যাতনা ঘোরে বিষণ্ণ করেছে মোরে,
ভুলিব সকলি ভ্রাতারে কোলেতে করিলে।
যদি হয় মনে সুখ যদি পুনঃ ভ্রাতৃ-মুখ,
দেখিবারে পাই তবে মরে সুখী হইব।
হেরিয়া মুখকমল আনন্দ হবে অতুল,
পঙ্কজ জিনিয়া মুখ দরশন করিব।
ভ্রাতারে পাইলে কোলে সব দুঃখ যাব ভুলে,
আর কি তা হলে থাকে এ মন-বেদন।
দ্বিতীয় যে নাহি আর তাই সদা মুখ তার,
হৃদয় মাঝারে মম জাগে অনুক্ষণ।
ভ্রাতৃ-শোক-সিন্ধু-নীরে সর্ব্বদাই ভাসি যে রে,
তবে বল পুনঃ ফিরে কবে তুমি আসিবে।
তাহা হলে যাবে কেন যদি রে আসিবে পুনঃ,
তবে এত শোকে কেন এ হৃদয় পুড়িবে।
আমি কি ভেবেছি তাই পুনঃরে আসিবে ভাই,
একি অসম্ভব আশা মনে করা বৃথা।
তা হলে কি এত দিন থাকিত মন মলিন,
হৃদয়ে থাকিত কি রে এ দারুণ ব্যথা।

আর না হইবে সুখ গিয়া তোমার সম্মুখ,
অনিমিষ নেত্রে তোর হেরিগে বদন।
হেথা নিশ্চিন্ত হইয়া বল দেখি কি করিয়া,
গৃহেতে থাকিয়া কিসে জুড়াই জীবন।
তব দরশন বিনা আর যে প্রাণ থাকে না,
আসিয়া দেখরে ভ্রাতা কি দশা সবার।
আমি কি অধিক কব যদি দেখা পাই তব,
তবে ত দেখাতে পারি কি গতি মাতার।
কত কষ্ট হয় মনে আহা তব অদর্শনে,
দেখাইতে পারি তব বিহনে কেমন।
কত যে বেদনা প্রাণে কত যে উদাস মনে
কত যে বলিছে মাতা কাতর বচন।
সেই তনু সুললিত বাহু আজানুলম্বিত,
সেই সে কমল চক্ষু হেরিলে তোমার।
রাখিয়া হৃদয়োপরে সব ব্যথা যাবে দূরে,
হইবে তাপিত প্রাণ শীতল সবার।
গিয়াছ যে একেবারে আর যে এলে না ফিরে,
আর কি দিবে না ভাই দেখা একবার।
একবার এস ঘরে দেখিরে নয়ন ভরে,
কোলেতে দেখিরে তোরে তোমার মাতার।

সেই রূপ আধ হাসি দেখাওরে ফিরে আসি,
দেখিয়ে সার্থক ভাই করিরে নয়ন।
যাবে যদি জান মনে এসেছিলে কি কারণে,
দয়া কি তোমার মনে পায় নাই স্থান।
এত অল্প দিন ভবে থাকিয়া কি সুখ তবে,
কেন এত দ্রুতপদে প্রস্থান করিলে।
আসিয়া অতুল সুখে যাইলে বল কি দুঃখে,
এ হতে অধিক যত্ন কোথায় পাইলে।

কোথায় পালালে ভ্রাতা দেহ দরশন,
দেখা দিয়া রাখ ভাই সবার জীবন।
তোমার কারণ মোরা সবে শয্যাগতা,
নাহি বলা যায় ভাই কাতরা যে মাতা।
ইহাতেও তব মনে দয়া না হইল,
তোমার কারণ ভাই সব সুখ গেল।
সকল সুখেতে মোরা দিয়া বিসর্জ্জন,
তব দরশন বিনা করি রে রোদন।
আর কিরে তুমি ভাই দেখা নাহি দিবে,
তোমা বিনা প্রাণ আর কত দিন রবে।

এ শোক সহিয়া আর কত দিন রব,
কত দিনে তব মুখ আবার হেরিব।
নয়ন হবেরে ভাই সার্থক আমার,
তোমারে করিব কিরে দর্শন আবার।
তোমার বদন চাঁদ করে দরশন,
জুড়াব আমরা ভাই তাপিত জীবন।
যত দুঃখ পাই মোরা তোমার কারণ,
দূরে যাবে সব ভাই দিলে দরশন।
পিতৃগৃহ শূন্য দেখি তোমার অভাবে,
তোমা ভিন্ন অন্য কিছু হৃদয় না ভাবে।
অতএব একবার এস দয়া করে,
সবে মিলে ডাকিতেছি আমরা তোমারে।
তথাপি তুমিরে ভাই না পাও শুনিতে,
এই কিরে লাভ ভাই হল তোমা হতে।
শোকসিন্ধু মাঝে সবে পড়িয়া রয়েছি,
দিবা নিশি তব মুখ মনে ভাবিতেছি।
ভেবেছি আমরা সার তোমার বদন,
একবার এস যদি ছাড়ি না এখন।
কোথায় রে ভাই তুই করিলি গমন,
কোথায় যাইয়া পাব তোর দরশন।

কোথায় যাইয়া ভাই সকল ভুলিলে,
কোথায় যাইয়া ভাই নিশ্চিন্ত হইলে।
কেমনে যাইতে ভাই চলিল চরণ,
কেমনে রে ভাই তব ভুলিল রে মন।
কেমনে সকল তুমি পাশরিলে ভাই,
কেমনে পলালি ভাই ভাবি রে সদাই।
কেমনে এ হেন সুখে দিয়ে বিসর্জ্জন,
কেমনে প্রান্তর মাঝে করিলে গমন।
সে কি এত প্রিয়স্থান হল তব কাছে,
কেমনে সে স্থানে যেতে চরণ চলেছে।
সে যে বহু দূর ভাই অতি ভয়ঙ্কর,
তোমার যে স্থান ছিল হৃদয় ভিতর।
সেই গুপ্ত স্থান ভাই ভেদিয়া কেমনে,
গিয়াছ চলিয়া তাই সদা ভাবি মনে।
কি করিয়া তোরে ভাই রাখিল প্রান্তরে,
সে দেহ করিল নষ্ট শৃগাল কুক্কুরে।
কিরূপে দুরন্ত মাঠে করিলে শয়ন,
মৃত্তিকাতে দেহ স্পর্শ করেনি কখন।
কেমন সে দেহ লয়ে কোথায় ফেলিল,
কিরূপে মোদের প্রাণ দেহেতে রহিল।

সে যে সুকোমল অতি দেহের গঠন,
সূর্য্যের উত্তাপ তাতে লাগেনি কখন।
চারি মাসের সে শিশু তুমি যে কোমল,
কেমনে দিয়াছে ভাই সে অঙ্গে অনল ?
অগ্নি দান করিয়াছে বদন কমলে,
এ কাজ না করে ভাই কেহ ধরাতলে।
কলিকাতা হেন স্থান আগে জানি নাই,
কখনো ত হেন কাজ কভু শুনি নাই।
তা হ'লে তোমারে কেন লইয়া আসিব,
ভাল আশে এসে ভাই বিসর্জ্জন দিব।
অষ্টাহের মধ্যে তোরে দিয়া বিসর্জ্জন,
বহু দিন নানা স্থান করি অন্বেষণ।
কোথাও ত তব দেখা নাহি পাইলাম,
এমন হইবে তাহা নাহি জানিতাম।
ক্ষণে ক্ষণে যে বদন চুম্বন করেছি,
কি করিয়া সেই দেহ প্রান্তরে রেখেছি।
আমরা নিশ্চিন্ত মনে আছি রে বসিয়া,
কিরূপে গৃহেতে আছি নিশ্চিন্ত হইয়া।
হৃদয়ে রাখিয়া তোরে হ'ত না বিশ্বাস,
মনে হ'ত পাছে বদ্ধ হয় রে নিশ্বাস।

সেই তব দেহ যবে নিস্পন্দ হইয়া,
রহিল গৃহের মধ্যে দেখিনু চাহিয়া।
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন রাহুতে গ্রাসিল,
তেমনি বদন চাঁদ মলিন হইল।
বিবর্ণ হইল বর্ণ সুবর্ণ তোমার,
কিরূপ হইয়া গেল কোমল আকার।
যখন চাহিয়া দেখি গৃহে তুমি নাই,
তখন কি করে প্রাণ ধরিনু রে ভাই।
সে যে ভয়ানক দিন স্মরিলে এখন,
পৃথিবীর সব বস্তু হই বিস্মরণ।
ঘূর্ণায় কীটের ন্যায় ঘুরিতেই থাকি,
কোথা গেলে ভাই তুমি এই বলে ডাকি।
ভাই ভাই ভিন্ন আর বাক্য নাহি স্ফুরে,
সদাই তোমারে ডাকি ফুকুরে ফুকুরে।
তব কথা মনে ভাই হইলে উদয়,
কোন বস্তু দিয়া তাহা চাপা নাহি যায়।
কি দিয়া বা যাবে চাপা কি আছে এমন,
পুনঃ যদি দেখি ভাই তোমার বদন,
তবে ত সে কথা ভাই ভুলিতে পারিব,
যত দিনে পুনঃ তোরে কোলেতে করিব।

তোমা বিনা ভাই আর দ্বিতীয় যে নাই,
পৃথিবীতে থাকা বৃথা নাহি যার ভাই।
কোন শোক আছে কি রে ভ্রাতৃশোক কাছে?
বিশেষ যাহার আর দ্বিতীয় না আছে।
তাহার হৃদয়জ্বালা কিছুতে না যায়,
ধরাতলে যত দুঃখ সকলি সে পায়।
ভ্রাতার ভগিনী হ'য়ে যে থাকে সংসারে,
কোন শোক নাহি পারে তারে ঘেরিবারে।
পৃথিবীর মধ্যে শোক আছয়ে যতেক,
ভ্রাতৃশোক তুল্য তার নহে শোক এক।
যখন তোমারে ভাই দিয়াছি বিদায়,
তখন কি হয় নাই বিদীর্ণ হৃদয়।
আমরা তখন ভাই হইয়া পাষাণ,
পদ্মফুল করিয়াছি জলে ভাসমান।
কি করিয়া সহিতেছি যাতনা রে এত,
কি যে দুঃখ পাইতেছি বলিব তা কত।
পিতা মাতা তব শোকে হইয়া কাতর,
অধৈর্য্য হইয়া ভাই আছে নিরন্তর।
তোমার বিহনে দগ্ধ হতেছে হৃদয়,
এত দুঃখ দান করা উচিত না হয়।

পিতার শরীরে ভাই নাহি কোন পাপ,
কেন তিনি পাইলেন হেন মনস্তাপ।
তুমি রে কঠিন বলে গেছ পলাইয়া,
আমাদের বুকে ভাই এ শেল হানিয়া।
আমরা করি রে সহ্য কঠিন বলিয়া,
নতুবা এ শোক বল কে আছে সহিয়া।
নাহি হয়েছিলে ভাই তুমি যত দিন,
তত দিন এক দুঃখে কেটেছে রে দিন।
এমন দুঃসহ শোক সহা নাহি যায়,
এ শোকে হতেছে ভাই বিদীর্ণ হৃদয়।
কেন তুমি পলাইলে কি দোষ দেখিয়া,
জুড়াও মোদের প্রাণ এবার আসিয়া।
আর কি রে তুমি ভাই ফিরে না আসিবে,
আর কি মোদের ওরে সে দিন না হবে।
গিয়াছ পলায়ে ভাই কার্ত্তিক মাসেতে,
কত হিম লাগিয়াছে তোমার দেহেতে।
ক্ষীরের পুতুলি সম অঙ্গের গঠন,
সে অঙ্গ করিনু মোরা অগ্নিতে দাহন।
আহা মরি কত কষ্ট পেতেছ রে তুমি,
একবার এস ভাই কোলে করি আমি।

তোমারে পাইয়া মোরা অতি সুখে রব,
আমরা সকলে ভাই আনন্দে ভাসিব।
তোমারে করিয়া কোলে যত সুখ পাই,
সে সুখ সমান সুখ ধরাতলে নাই।
অকৃত্রিম স্নেহগুণে তোমারে বাঁধিব,
এবার আসিলে তুমি আর না ছাড়িব।
যদিও তাহাতে ভাই কর পলায়ন,
বুঝিব তখন মম অদৃষ্ট এমন।
তখন তোমারে ভাই না ডাকিব আর,
কাতর হবে না মাতা পিতা রে তোমার।
তুমি যে ছিলে রে ভাই প্রাণাধিক ধন,
তোমারে ছাড়িয়া কেন আছে রে জীবন।
মাতা তব শোকে ভাই হইয়া কাতর,
তব মুখ ভাবনা করেন নিরন্তর।
প্রভাত না হতে তুমি গেছ পলাইয়া,
আমরাও সে সময়ে দিয়াছি ছাড়িয়া।
স্বপনেও মোরা ভাই করি নাই মনে,
তুমি পলাইবে বলি কেহ নাহি জানে।
করি বহু দুঃখ ভোগ মাতা বহু দিন,
করিয়াছিলেন তব মুখ নিরীক্ষণ।

সে সুখে বঞ্চিত কেন করিলে তাঁহারে,
এই কি উচিত তব হইল বিচারে।
দয়া কি হল না ভাই শরীরে তোমার,
হেন শোক দিতে ওরে অন্তরে মাতার।
আমরা সকলে ভাই হইয়া কাতর,
ডাকিতেছি কেন নাহি দাওরে উত্তর।
তোমার কারণ মোরা পৃথিবী খুঁজিয়া,
না পেয়ে তোমার দেখা আছিরে বসিয়া।
বল দেখি কোন পথে গিয়াছ রে তুমি,
সেই পথ দিয়া হব তব অনুগামী।
যদ্যপি তোমার দেখা সেথা নাহি পাই,
আর না তোমারে মোরা খুঁজিবরে ভাই।
হিমাংশু জিনিয়া তব ছিল যে বদন,
পূর্ণিমার চাঁদ করেছিনু দরশন।
তোমার মুখের জ্যোতিষ্কণা কিরে যায়,
হৃদয় মাঝারে আসি হওরে উদয়।
পশ্চিমে যদ্যপি হয় চন্দ্রের উদয়,
তথাপি তোমার মুখ ভুলিবার নয়।
সূর্য্য যদি আসি পড়ে পৃথিবী উপরে,
তথাপি তোমার মুখ জাগিবে অন্তরে।

গগনেতে শশী শোভা দেয় তারা সনে,
তুমি শোভা দিয়াছিলে আমাদের মনে।
তারাগণ যায় ভাই চন্দ্রের সংহতি,
তব সঙ্গে কেন মম হয় নাই গতি।
চন্দ্রের যেমন জ্যোতিঃ ততোধিক তব,
পুনঃ কিরে সেই মুখ আবার হেরিব।
গগনের চন্দ্র ভাই হেরিয়া নয়নে,
তোমার বদন-চাঁদ সদা পড়ে মনে।
অকলঙ্ক শশী তুল্য নির্ম্মল বদন,
পদ্মপলাশাক্ষ তুল্য বিশাল নয়ন।
ভ্রুযুগল দেখি তব মনে হয়েছিল,
বিরলে বসিয়া বিধি নির্ম্মাণ করিল।
সুরম নাসিকা তব কমল নয়ন,
শারদীয় শশী সম ছিল যে বদন।
আর কি সে চাঁদ মুখ করিব দর্শন,
আর কি মধুর রব করিব শ্রবণ।
দিয়া তোমা ধনে পুনঃ হরে নিল বিধি,
নাহি জানি বিধাতার এ কেমন বিধি।
তোমারে পাইয়া কত হয়েছিল সুখ,
কে জানে এমন করে দিয়া যাবে দুখ।

কি বা কর্ণ কি বা নাসা কি বা চক্ষুর্দ্বয়,
কিবা সে অধর ওষ্ঠ বিম্বাধর প্রায়।
সিংহ-কটিদেশ জিনি ছিল যে কঙ্কাল,
সেই সব মনে পড়ে বাড়ে রে জঞ্জাল।
তেমন সুঠাম শিশু কোথাও দেখি না,
তেমন মধুর হাসি কোথাও শুনি না।
কার সঙ্গে করি ভাই তোমার তুলনা,
কি দেখিয়া তব মুখ ভুলিব বল না।
পৃথিবীতে হেন বস্তু আছে কি কখন,
কি দেখিয়া ভ্রাতৃমুখ হব বিস্মরণ।
ভ্রাতৃমুখ ভুলে কেহ থাকিতে কি পারে ?
অনল সমান জ্বলে হৃদয় মাঝারে।
এমন কঠিন কেহ ধরাতলে নাই,
জীবন থাকিতে ভুলে সহোদর ভাই।
আমি রে কঠিন বলে ভুলে আছি তোরে,
বুক ফেটে যায় ভাই আসিয়া দেখরে।
তব সঙ্গে সুখ ভাই গেছে সমুদয়,
বৃথা এ জীবনে বল কিবা ফলোদয় ?
তুমি পিতা মাতা ছাড়ি করিলে গমন,
কি করিয়া আমি ভাই করিব সান্ত্বন।

পুত্র-শোক-অগ্নিশিখা হলে রে প্রবল,
কন্যা হতে নির্ব্বাণ কি হয় সে অনল।
পৃথিবীতে পুত্র কন্যা যদি এক হবে,
এ যাতনা কেন ভাই পায় লোকে তবে।
না জানি কেমন তব কঠিন রে হিয়া,
ছাড়িয়া যাইতে তব হ'ল না কি দয়া?
কি দুঃখে দুঃখিত হয়ে গিয়াছ চলিয়া,
শোক-সিন্ধু মাঝে পিতা মাতাকে ফেলিয়া।
যদ্যপি তাঁদের আমি পুত্র হইতাম,
এ যাতনা দিতে ভাই নাহি পারিতাম।
তুমি বলে আছ তাই নিশ্চিন্ত হইয়া,
কোথায় আছ রে ভাই বিরলে বসিয়া।
ভাবিছ কি আমাদের দুর্দ্দশা সকল,
আমরা ভেবেছি সার তোমারে কেবল।
এ সময় ভ্রাতা তুমি রহিলে কোথায়,
তোমা ভিন্ন সহোদর কি কাজ হেথায়।
শুন ওরে ভাই তুমি এমন কি হবে,
শাপভ্রষ্ট হয়ে কি রে এসেছিলে ভবে?
এ অসুখভরা ধরা বাসযোগ্য নয়,
সেই হেতু অল্প কালে তব প্রাণ যায়।

তুমি গেলে পলাইয়ে একা রব আমি,
এমন কি হয় ভাই? হব অনুগামী।
নিকটে রাখিব তোরে, না রাখিব দূরে,
হেরিব সে মুখশশী মন-সাধ পূরে।
উচ্চ নাদ করিয়া না পাই দরশন,
রোদন করিয়া করি বারি বরষণ।
দেখিতে দেখিতে দেখ পদ্ম ভেসে যায়,
হায় রে সোণার তনু জলচরে খায়।
আগে ছিল যে দেহের কতই আদর,
আদর করেছি কত অঙ্গে দিয়া কর।
অনিমিষ নেত্রে ভাই দেখেছি যে মুখ,
এখন সে মুখ ভেবে বিদরয় বুক।
কি করিয়া ধরি প্রাণ? ধরিতে পারি না,
কোথায় আছ রে ভাই ডাকিয়া লহনা।
তব কাছে যেয়ে আমি জুড়াই জীবন,
দারুণ অনল মম করিব নির্ব্বাণ।
অগ্নিশিখা তুল্য জ্বলে হৃদয় মাঝারে,
এ শিখা নির্ব্বাণ মম হয়রে কি করে।
তুমি ত এলে না ফিরে এত ডাকিলাম,
আর তোরে ডাকিব না মনে করিলাম।

এইবার তুমি মোরে ডাকিয়া লইবে,
তাহা হলে সব জ্বালা ঘুচিয়া যাইবে।
সেই আশে বসে আছি অবশ্য ডাকিবে,
ভ্রাতৃ-শোকানলে দেহ ভস্মীভূত হবে।
সে যে শিখা জ্বলিতেছে হৃদয়ে আমার,
দেহ দগ্ধ করিতে না চাহিরে অঙ্গার।
তৃণ কাষ্ঠ বিনা দেহ হবে ভস্মীভূত,
তব শোক-অগ্নি দেহে আছরে অদ্ভুত।
সে অগ্নির কাছে আর কোন অগ্নি নাই,
তাহার মতন জ্বালা খুঁজিয়া না পাই।
নির্ব্বাণ না হয় জ্বালা কোন বস্তু দিয়া,
অহর্নিশি দগ্ধ ভাই হইতেছে হিয়া।
তোমার নিকটে গেলে ঘুচিবে সকল,
জল দিয়া নিবে ভাই যেমন অনল,
তেমনি নিবিবে জ্বালা হৃদয়ের মোর,
যদি ডেকে লও ভাই নিকটেতে তোর।
এত দিন তোরে ডেকে হইয়া কাতর।
তোমার নিকটে যেতে বাসনা এবার,
ডাক ভাই স্থান দাও তোমার নিকটে।
একা তোরে রাখিতে রে হৃদয় যে ফাটে,

হৃদয়ে থুইয়া তোরে করিব আদর ।
করিব আমিরে ভাই অঙ্গে দিয়া কর,
কেহ তব সঙ্গে নাই তুমি যে একাকী,
গৃহেতে আমরা আর থাকিতে পারি কি ?
চারি মাসের শিশু তুমি, শুকাবে গলা ।
কোথা আছ বল ভাই যাই এই বেলা,
নিশ্চয় যাইব তুমি ডাকিয়া দেখ না ।
ডাক ডাক ডাক ভাই ভুল না ভুল না,
কেহ যে তোমার কাছে নাহি আছে ভাই,
আমাকে ডাকিয়া লহ আমি তবে যাই,
কোথায় তুমি রে ভাই করেছ গমন ।
কোথায় যাইয়া তব ভুলিয়াছে মন,
কে বল করিবে ভাই কোলে তোরে আর,
কে বল মধুর হাসি হেরিবে তোমার,
তোমার শুনিয়া ভাই ক্ষুধার ক্রন্দন,
সেখানে কাহার হবে বিচলিত মন ?
তিলার্দ্ধ মলিন মুখ করিলে দর্শন,
জ্বলিয়া উঠিত ভাই হৃদে হুতাশন ;
এখন কিরূপে ভাই নিশ্চিন্ত হইয়া,
সুস্থির হইয়া গৃহে আছিরে বসিয়া ?

অনায়াসে চলে গেছ তুমি ফাঁকি দিয়া।
আমাকে সঙ্গের সাথী লহরে করিয়া।
সে হেন সুন্দর মুখ রৌদ্রেতে পুড়িবে,
কি করিয়া সে সকল তুমিরে সহিবে?
পাইলে তোমার ক্ষুধা কে দিবে আহার।
কিঞ্চিৎ হইলে দেরি শুকাবে আকার,
নির্ম্মল কোমল দেহ ধূলিধূসরিত।
কি করিয়া তুমি ভাই সহিবেরে তত,
দুগ্ধফেণনিভ শয্যা-উপর শয়নে
শোয়াইয়া তোরে তুষ্টি হইত না মনে,
মনে হত এ নিধি কি রাখিব ভূতলে।
সদাই করিয়া তোরে রাখিতাম কোলে,
সর্ব্বদাই মোরা মাতা কন্যা দুই জনে।
রাখিতাম সদা তোরে নয়নে নয়নে।
দরিদ্র মাণিক ভাই পাইলে যেমন,
তোমারে আমরা পেয়েছিনুরে তেমন,
হৃদয়ের মধ্যে তোরে করিয়া ধারণ
কত পুলকিত ভাই হইতরে মন;
তোমার বদন চাঁদ করে নিরীক্ষণ
কতই যে পরিতৃপ্ত হইত নয়ন;

সুধামাখা হাসি তোর অধরে হেরিয়ে
অতুল আনন্দ ভাই হইত হৃদয়ে ;
কিবা হয়েছিল অপরূপ রূপরাশি,
আহা কি অধরে ভাই কি মধুর হাসি !
হাসিতে যখন ভাই তুমি রে শিখিলে,
দেখিয়া ভাসিল মন আনন্দ-সলিলে।
সর্ব্বদাই এক সঙ্গে নিকটে বসিয়া,
দেখিতাম মোরা ভাই চাহিয়া চাহিয়া।
সেই তোরে এত দিন কোথায় রাখিয়া,
হৃদয় ধরেছি ভাই কিরূপ করিয়া।
তুমি বা কি রূপে আছ সে নির্জ্জন স্থানে,
কিছু কি ভয়ের লেশ হয় নাই মনে।
এমন কঠিন প্রাণ কেন বা হইল,
তুমি যে গিয়াছ ভাই বহু দিন হল।
এতদিন কি করিয়া আছরে ছাড়িয়া,
কে তোরে দিতেছে খেতে বদন চাহিয়া।
এক দণ্ড না দেখিলে হইয়া কাতর,
হৃদয় কাটিয়া যেত কাঁপিত শরীর ;
সে বদন কতদিন দেখি নাই ভাই,
কি করিয়া আছে প্রাণ ভাবি আমি তাই

গহন কাননে কিম্বা সাগরে ভূধরে,
কোথায় খুঁজিলে বল পাইব রে তোরে ?
না জানি হইনু কেন কঠিন এমন,
তোমারে ছাড়িয়া ভাই থাকে কি জীবন।
তোমার রোদনধ্বনি শুনিলে শ্রবণে,
তিলার্দ্ধ কোথাও ভাই আমরা থাকিনে।
সেই তুমি ডাকিলে কি নিশ্চিন্ত থাকিব,
ডাকিলে অবশ্য ভাই এখনি যাইব।
বল বল যাই ভাই কোথায় খুঁজিতে,
তব তুল্য বস্তু আর নাই পৃথিবীতে।
চলিত কথায় এই আছে শুনি ভাই,
মায়ের পেটের বস্তু ভাই কোথা পাই।
সহোদর ভাই হয় সর্ব্ব দুঃখে দুঃখী,
ভাই যার নাই, সে যে সদাই অসুখী।
ভাই না থাকিলে তার বৃথা যায় দিন,
ভাইহীন পৃথিবী যে সদা বন্ধুহীন।
হেন বস্তু তুমি মম গিয়াছ কোথায়,
কোথায় খুঁজিলে বল পাইব তোমায়।
তব মুখ গাঁথা ভাই আছে হৃদিপরে,
না দেখিয়া থাকি ভাই আমরা কি ক'রে।

ভাই বলা বহু দিন ফুরায়েছে ভাই,
আর কবে বলিব রে ভাবি যে সদাই।
এ যে বড় মিষ্ট কথা জগতে প্রচার,
এ বাক্য বদনে বলা না ঘটে আমার।
তব কাছে গিয়া ভাই বলিব রে আমি,
আর না কাঁদিতে পারি ডেকে লহ তুমি।
এরূপ কাঁদিয়া আর কত দিন যাবে,
সে সকল দিন ভাই আর না হইবে।
মানস সর্ব্বদা তোর চিন্তাতে রহিবে,
তব কাছে গেলে ভাই সকলি ঘুচিবে।
আর কি তেমন দিন হইবে আমার,
হেরিব নয়ন ভরে বদন তোমার।
ভাই ভাই বলে তোর চুম্বিব বদন,
তোর মুখ হেরে তৃপ্ত হইবে নয়ন।
তোর হাসি হেরে মোর নয়ন জুড়াবে,
তোমার মধুর মূর্ত্তি নয়ন ভুলাবে।
সুধাসিন্ধু মুখ হেরে জুড়াইব চিত,
কিছু না হইবে মন আর উৎকণ্ঠিত।
কোথায় গিয়াছ ভাই পরিত্যাগ করে,
বহু দিন হল ভাই দেখি নাই তোরে!

কি করিয়া ছেড়ে ভাই আছি মোরা তোরে,
জীবন বিহনে দেহ আছে রে কি করে।
একবার আয় ভাই হৃদয়েতে রাখি,
সুধামাখা মুখ তোর আঁখি ভরে দেখি।
মধুময় হাসি তোর দেখি আয় আয়,
আর না দেখিলে ভাই বুক ফেটে যায়।
যে দিকে চাহি রে ভাই সব শূন্যময়,
কোন বস্তু তুমি ভিন্ন শোভা নাহি পায়।
সকলি মাটীর বস্তু মাটীই হইবে,
এত বড় পিতৃ নাম কিছু না থাকিবে!
কেবা পরিচয় পরে দিবে পিতৃ নামে?
না জানি কি গতি ভাই হবে পরিণামে!
এই কি কালের ধর্ম্ম এমন কি হবে,
এত বড় পিতৃ নাম কিছু না থাকিবে?
জগতের গতি দেখি আশ্চর্য্য হয়েছি,
নতুবা তোমারে ছেড়ে কেমনে রয়েছি।
ইহাও কখন মনে হয় কি বিশ্বাস,
প্রাণ কি কখন থাকে বিহনে নিশ্বাস?
এইরূপে কত আর করিব বিলাপ,
পূর্ব্বজন্মে করিয়াছি এতই কি পাপ?

ওহে দীনবন্ধু কর কৃপাকণা দান,
তোমার নিকটে নাথ চাহি হে কল্যাণ।
কোথা হে অনাথ-নাথ করুণা-নিধান,
কাতরা কন্যারে কর কৃপা-বিন্দু দান।
এ ভব যাতনা কত সব বার বার,
সহেনা সহেনা প্রাণে সহেনা হে আর।
দারুণ এ দুঃখ নিশি হইবে প্রভাত,
কত দিনে বল শুনি ওহে দীননাথ।
কোথা হে জগৎ-নাথ জগৎ-জীবন,
কৃপা করি দেহ নাথ মোরে দরশন।
ভ্রাতৃহীন হয়ে আমি আছি একাকিনী,
সংসারের কিছু মাত্র সুখ নাহি জানি।
কত দিনে বল তার দরশন পাব ?
কেমন করিয়া নাথ ভ্রাতৃ কাছে যাব ?
ভ্রাতৃ-পুত্র শোকে হল জর্জ্জরিত মন,
কি জানি এখন আছে অদৃষ্টে লিখন।
ঈশ্বর ! তোমার কাছে এই ভিক্ষা চাই,
পিতা মাতা রেখে যেন যাইতে হে পাই।
মাতা পিতা পুত্রশোকে করে হাহাকার,
ইহা না হৃদয়ে সহ্য হয় হে আমার।

একবার ভাই যদি এস রে গৃহেতে,
তবে ত জীবন ভাই থাকেরে দেহেতে।
ভ্রাতৃহীনা ভগিনীর নাহি কোন সুখ,
কত মতে পায় সেই পৃথিবীর দুখ।
তব মুখশশী মনে হইলে উদয়,
তখন হইয়া যায় বিদীর্ণ হৃদয়।
বুক ফেটে যায় ভাই তোমার কারণ,
আমার হয়েছে মাত্র জীবনে মরণ।
ভ্রাতৃ-শোক-শেল যদি বিঁধিল হৃদয়ে,
তবে বল প্রাণ আমি ধরি কি আশয়ে।
কেন এ দেহেতে প্রাণ ধরেছি অসার,
কেন বা হইয়াছিল জনম আমার।
মনের সকল সাধ মনেতে রহিল,
কতই দারুণ শোক হৃদয়ে বিন্ধিল।
পুত্র-শোক-শেল মাতা সহিতে না পারে,
সদাই তোমারে ভাই ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
চন্দ্রের যেমন জ্যোতিঃ ততোধিক তব,
সে মুখের জ্যোতিঃ কিরে পুনঃ না হেরিব।
কেমনে তোমারে ছেড়ে দিয়াছি তখন,
ফাঁকি দিয়া চলে গেছ হে স্নেহভাজন।

অন্তরের ছুরি হোয়ে অন্তর কেটেছ,
আসিয়া দেখরে ভাই যে দুঃখ দিয়েছ।
তব মুখ ছিল ভাই অকলঙ্ক শশী,
সেই মুখ মোরা ভাবিতেছি দিবানিশি।
তোমার সে মুখ-চন্দ্র মনেতে হইলে,
ভাসিতে থাকিরে ভাই অগাধ সলিলে।
এই কথা আমি সদা ভাবি মনে মনে,
হেন পিতা মাতা ছাড়ি পলালে কেমনে?
আমরা তোমাকে ভাই দিয়াছি বিদায়,
এ কথা যখন হয় মানসে উদয়,
তখন হইতে থাকে লোমাঞ্চিত দেহ,
মাতারে প্রবোধ দেয় নাহি হেন কেহ।
যদ্যপি থাকিত কেহ নিকটে মাতার,
কিঞ্চিৎ মনের কষ্ট ঘুচিত তাঁহার।
কিন্তু তব মুখ ভাই ভুলিবার নয়,
মন মধ্যে জাগরিত সর্ব্বদাই হয়।
এক পল মাত্র মোরা ভুলি নাই তোরে,
গাঁথিয়া রেখেছি সদা হৃদয় ভিতরে।
চক্ষু হতে গেছ বটে অন্তর্হিত হয়ে,
বুক হতে যাও নাই আছরে হৃদয়ে।

একবার তব মুখ হেরিব কেবল,
তা হলে মনের কষ্ট ঘুচিবে সকল।
সুধা দানে চন্দ্র জুড়ায় তাপিত প্রাণ,
গগনে উদয় হয়ে করে প্রীতি দান।
তুমি গৃহে এসে ভাই হওরে উদয়,
তোমা বিনা বিদীর্ণ যে হয় এ হৃদয়।
দিনেক গগনে না উঠিলে শশধর,
পৃথিবীর লোক সবে দেখে অন্ধকার।
কতদিন আমরা তোমাকে দেখি নাই,
না দেখিয়া কেমনে জীবন আছে ভাই।
পাষাণ গলিয়া যায় সে মুখ স্মরণে,
আমরা সে মুখ ছেড়ে আছিরে কেমনে।
কত দিনে ওরে ভাই আসিবে রে বল,
হেরি গিয়ে পাপ প্রাণ করিব শীতল।
হাসিহাসি আসি কোলে জুড়াও তাপিত প্রাণ,
সত্য কি জনম মত করেছ তুমি প্রস্থান ?

হইয়া তোকেরে ছাড়া হয়ে আছি প্রাণ হারা,
দেখ তব বিহনেতে হয়েছি সবে অজ্ঞান।
দেখিয়া মাতার কষ্ট হয়রে হৃদি আড়ষ্ট
কি করিয়া মোরা ভাই আছি বল কেমনে।
একদণ্ড না দেখিলে বসিয়া আমি বিরলে,
রোদন করেছি কত তোর মুখ ভেবে মনে।
বহু দিন না দেখিয়া কেমনে আছি বাঁচিয়া,
সর্ব্বদাই তোর মুখ হোতেছে আমার মনে।
আমোদে উন্মত্ত হয়ে আছিকি তোরে ভুলিয়ে,
হৃদয় দহিছে সদা তোর মুখ অদর্শনে।
তব দরশন বিনা আর যে প্রাণ থাকে না,
কত যে যাতনা প্রাণে আসিয়া দেখরে।
আমি কি অধিক কব যদি দেখা পাই তব,
তবেরে দেখাব ভাই হৃদয় তোমারে,
কত কষ্ট হয় মনে ভাই তব অদর্শনে,
কত যে উদয় মনে হয় রে আমার,
পড়ে ভাই ক্ষণে ক্ষণে তব মুখ মম মনে,
ভুলে কি থাকিতে পারি সে মুখ তোমার ?

ঊর্দ্ধ দৃষ্টি ঊর্দ্ধ মুখে উন্মনা হইয়া,
শোকেতে বিহ্বল হই উপায় ভাবিয়া।
খুঁজিয়া না পাই ভাই কি দশা হইবে,
জীবনের শেষ ভাগে কি রূপ দাঁড়াবে।
চরম কালের গতি খুঁজিয়া পাই না,
কিছুই মোদের ভাই সম্বল দেখি না।
অগাধ সলিল পরে ভাসিতেছি মোরা,
এ হতে উদ্ধার ভাই আসি কর তোরা।
পরে দাঁড়াবার মূল দেখিতে না পাই।
কি হবে কোথায় যাব ভাবিরে সদাই,
সলিল বিহনে শস্য সুখ বিনা লোকে।
এ জগতে কখন রে ভাই, নাহি থাকে,
ভ্রাতৃ-পুত্রহীন হয়ে থাকা কেন ভবে।
পরিণামে কতই যে দুঃখই না হবে,
সসাগরা পৃথিবীর যা কিছু আছয়।
ভ্রাতা পুত্র সমতুল্য কিছুই যে নয়,
অপুত্র থাকিয়া মাতা করি আরাধন।
পাইয়াছিলেন পরে তোমারে রতন,
হত না-এতেক দুঃখ অপুত্র থাকিলে।
এ চেয়ে অধিক নাই পৃথিবী খুঁজিলে,

এমন দুর্দ্দান্ত কষ্ট কিছুতেই নাই।
তোমার বিহনে মোরা পাইতেছি ভাই।
বড়ই প্রাণেতে ব্যথা দিয়াছ মাতার।
তা দেখি বিদীর্ণ মন হয় রে আমার,
ঘূরে বেড়াতেছে মাতা যেন ভোলা মনে।
তুমি যে পরম নিধি তোমার বিহনে,
তা দেখিয়া শোকাবেগ থামে কি কখন?
উঠিতেছে ঢেউ যেন জলের মতন।
অসিতবরণ যেন কষিত কাঞ্চন,
সেই রূপ হয়েছিল তোমার বরণ।
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন মুখের তুলনা,
না জানি কেমন তাহা বিধির ছলনা।
মনে হয়েছিল তোরে বুঝি আঁকা ছবি,
কিম্বা কোন দেবতার প্রতিমূর্ত্তি হবি।
সে রূপ কোথায় ভাই লুকাল তোমার,
আহা কি করিয়া প্রাণ আছে গো সবার।
মহামূল্য বস্ত্রে সদা হয়ে আচ্ছাদিত,
তোমার কোমল দেহ সর্ব্বদা থাকিত।
বিজনে কঠিন স্থান ঘাসের উপর,
কি করিয়া সেই দেহ আছেরে তোমার।

কি জন্য ধূলাতে ভাই গড়াগড়ি যাও।
মম কোল পাতা এই, ইহাতে ঘুমাও।
মোদের উপরে হায় এত ক্রোধ কেন,
উঠ ভাই বুকে মোর বাজে শেল হেন।
ঘামিলে যাহার মুখ সহিত না মোর,
দেখিনু তোমার ভাই কিবা দশা ঘোর!
শয়িত হইত দেহ কোমল শয্যায়,
সেই দেহ কি করিয়া আছেরে ধূলায়?
শৈল যদি খসি পড়ে সহ্য হয় তাহা,
ভাবিয়া তোমার দশা বুক ফাটে আহা!
শয়ন ভোজন ভোগে অভিরুচি নাই,
কি জন্য অবস্থা হেন মোরে বল ভাই।
আহা সেই মুখ মনে পড়ে বুক ফাটে,
কি যেন হৃদয়ে ঢুকে মর্ম্ম-গ্রন্থি কাটে।
কত সুখ হত ভাই দেখিলে যে মুখ,
এখন সে মুখ ভেবে ফাটিতেছে বুক।
ভেবে সে বিষম দশা বুক ফেটে গেল,
হুহু করে চক্ষু ফেটে অশ্রুধারা এল।
সেই দিন কি কুদিন মনেতে উদয়,
হইলে রে ভাই হয় বিদীর্ণ হৃদয়।

যাহা দেখি তাই হয় বিরক্তি বিধান,
কেবল কাঁদিয়া সদা উঠে ভাই প্রাণ।
হাহারে হৃদয় ধন ভাইরে আমার,
কোথা গেলে গৃহ ভাই করিয়া আন্ধার।
উহু উহু বুক ফাটে হায় হায় হায়!
ভাবিলে আমার ভাই বুক ফেটে যায়।
কি করিব কোথা যাব নাহি পাই ঠিক,
ঘোর অন্ধকারময় হেরি চারি দিক।
কোথা পুত্র কোথা ভ্রাতা কোথা তোরা বল,
কোথা গিয়া প্রাণ ভাই হইবে শীতল।
কোথা ভাই দেখা দিয়ে পরাণ জুড়াও,
নয়নের পথে ভাই আসিয়া দাঁড়াও।
কোথায় আছরে ভাই বিরলে বসিয়া,
উত্তর না পাই কেন এতেক ডাকিয়া?
স্নেহময়ী জননীর স্নেহের বন্ধন,
কি করিয়া একেবারে করিলে ছেদন?
অহহ কি ভয়ানক শোকের ব্যাপার,
বিষম শোকেতে মাতা হইয়া দুর্ব্বার।
কে করে সান্ত্বনা তারে তুমিরে এখন,
আসিয়া কর রে ভাই মন বিনোদন।

কতই সাধের তুমি কত করে হয়ে,
চারি মাস পরে তুমি গেলে পলাইয়ে।
সেই হতে এত দিন না দেখিনু ভাই,
কতই মনের সাধ মনেতে মিটাই।
সহে না সহে না আর যাতনা সহে না,
রহে না রহে না প্রাণ দেহেতে রহে না।
হা আমার ভ্রাতা কোথা মনোমত ধন,
ছিলে তুমি পিতৃকুল উজ্জ্বল ভূষণ।
পূর্ণ শশধর যথা অম্বরে বিরাজে,
তুমি গৃহে এলে ভাই সেইরূপ সাজে।
পবিত্র হইবে ঘর তব আগমনে,
আনন্দ রাখিতে স্থান নাহি পাব মনে।
এত দুঃখ সহে ভাই রহেছে জীবন,
তব আশা-পথ চেয়ে আছিরে এখন।
ভুলিতে যে নারি মোরা সে ইন্দুবদন,
সতত পড়িছে মনে সে চন্দ্র-বদন।
তোমা বিনা ভাই মোরা সদা পাই দুখ,
তাই বলি তোমা বিনা নাহি কোন সুখ।
এস এস এস ভাই হেরি তব মুখ,
আসিয়া জুড়াও ভাই আমাদের বুক।

হায় কিরে পুনর্ব্বার ওরে প্রাণধন,
আর কি আসিবে তুমি এই নিকেতন ?
আর কি তেমন করে করিব যতন,
আর কি তেমন করে করিব লালন ?
আর কি তেমন করে মধুর হাসিবে,
আর কি তেমন করে শ্রবণ জুড়াবে ?

উপসংহার।

কত দুঃখ সহিবারে স্বজিলেন বিধি,
দুঃখই জনম ভোর সহি নিরবধি।
সুখ দুঃখ ভোগ দুই করে মানুষেতে,
কখনই কোন সুখ না পেনু মহীতে।
মানবী-জনমে কোন সুখ নাহি হল,
দুঃখ ভোগ তরে বুঝি বিধি নিয়োজিল।
কত দুঃখ পাই তাহা বলিব বা কত,
দারুণ দুর্দ্দান্ত শোক পাই অবিরত।
সকলি ত প্রাণে তাহা সহ্য হইতেছে,
সমুদ্রপ্রমাণ কত ঢেউ উঠিতেছে।

সর্ব্বদাই নানা দুঃখে দহিছে জীবন,
শত্রুরও যেন কষ্ট না হয় এমন।
কত দুঃখ সহিতেছি কতই যে জ্বালা,
সহস্র বদন হলে নাহি যায় বলা।
উহু কি বিষম অগ্নি হৃদয়েতে জ্বলে,
পুড়ে ভস্ম হয়ে গেনু শোকের অনলে।
শোকের উপরে শোক হল অবিরত,
তথাপি কঠিন প্রাণ নাহি হল গত।
পুড়ে পুড়ে অবশেষে হনু ছার খার,
কিবা পরিচয় বল দিব আমি আর।
শুনিলে আমার দুঃখ মেদিনী ফাটিবে,
বিজন গহন বনে বৃক্ষাদি ঝুরিবে।
সমুদ্র উথলি উঠে এ দুঃখ বলিলে,
চিতাগ্নি সমান দগ্ধ হই এ অনলে।
আমার দুঃখের নাহি বলিবার স্থান,
অভাগিনী কেহ নাহি আমার সমান।
নাহি আছে পুত্র মম নাহি ভ্রাতা, পিতা;
তাহার উপরে যাহা করিল বিধাতা,
বলিবার নহে তাহা; বলিতে না পারি,
কেন নাহি যায় প্রাণ হৃদয় বিদরি।

কি করে এমন দুঃখ সহিতেছি আমি,
কি করে বাঁচিয়া আছি হারাইয়া স্বামী।
এতই কঠিন হিয়া কেমনে হইনু,
কেমন করিয়া এত সহিতে পারিনু।
প্রথমে ভ্রাতার শোকে হইয়া কাতর,
বড়ই হইয়াছিনু শোকে জ্বরজ্বর।
সেই শোকে দুঃখমালা করিয়া রচন,
ভাবিয়াছিলাম দুঃখ হবে নিবারণ।
সমুদ্রমন্থন করি অমৃতের আশে,
বিষম অসহ্য বিষ হল অবশেষে।
জীবন ধারণে কত বাড়িতেছে দুখ,
হৃদয়ে জাগিল শেষ কত চন্দ্রমুখ।
সেই শোক ক্রমে ক্রমে বাড়িতে লাগিল,
কতই কঠিন কাণ্ড ঘটিয়া উঠিল।
হায় হায় কি ঘটনা ঘটিল আমার,
কি বিষম দুঃখ মম হইল অপার।
ভ্রাতার উদ্দেশে যদি করিয়া গমন,
করিতাম এই দগ্ধ জীবন নিধন,
তাহা হলে আর নাহি এমন হইত,
এ সকল ভয়ানক দুঃখ না ঘটিত।

অনায়াসে সব দুঃখ দিয়া জলাঞ্জলি,
স্বর্গীয় সুখেতে এবে করিতাম কেলি।
মাতা পিতা তাহা হলে পাইবে বেদন,
এই ভাবনায় তবে রাখিয়ে জীবন,
শেষেতে ঘটিল মোর একি অঘটন ?
জীবনে সহিনু শুধু দুঃখ অগণন।
তখন ত এত নাহি করেছিনু মনে,
এমন যে হবে তাহা জানিব কেমনে ?
প্রথম যখন হল ভ্রাতার নিধন,
কতই অসহ্য শোক হইল তখন।
সেই হতে জ্বলিতেছে শোকের অনল,
স্বপ্ন-অগোচর কর্ম্ম হতেছে সকল।
যে সকল শোক কভু মনে ভাবি নাই,
অনায়াসে কি করিয়া সহিতেছি তাই।
পুনরায় হবে ভ্রাতা এই আশা করি,
ধৈর্য্য ধরি রহিলাম হইয়া সংসারী।
যদি সে কপাল হবে সে কেন যাইবে,
তবে কেন দিয়া বিধি কাড়িয়া লইবে।
পরে পরে তিন ভগ্নী হইল যখন,
ভ্রাতার আমার আশা ক্রমেতে তখন,

অন্তর্হিত মন হতে হইতে লাগিল,
পুনঃ পুনঃ দুঃখ তত ঘটিয়া উঠিল।
ক্রমে ক্রমে পুত্র-শোক পাইতে লাগিনু,
যত পুত্র কন্যা হল বিসর্জ্জন দিনু।
কি যে ভয়ানক উহু পুত্র-শোক হয়,
ভ্রাতৃশোক সহ ইহা পাইল আশ্রয়।
পুত্রশোকে দগ্ধ হল কঠিন হৃদয়,
পাষাণের হেন শোক সহ্য নাহি হয়।
আমি বা কেমন করে সহিতে পারিনু,
কেমন করিয়া আমি পরাণ ধরিনু।
আহা সে তেমন সব সুন্দর বয়ান,
কোথা বিসর্জ্জন দিয়া রহিল পরাণ।
হৃদয়ের ধন সব কেমনে ছাড়িনু,
সে চাঁদবদন সব কেমনে ভুলিনু।
ননীর পুত্তলি সব সোণার বরণ,
আহা কি সুন্দর মুখ, সুন্দর গঠন।
কেমনে তেমন ধন ছাড়িতে পারিনু,
কেমন করিয়া এত কঠিন হইনু।
পুত্রশোক সহ্য করা বড়ই কঠিন,
জরজর হয়ে দেহ রহিল জীবন।

পুত্রশোক মহাশোক হইল যখন,
তখনি বুঝিনু মম অসার জীবন।
কেন হেন জ্বালা দিতে হইলে আমার,
কেমনে ভুলিব চাঁদ বদন তোমার।
সে গভীর রজনীতে কোথায় যাইলে,
ভয়ঙ্কর নিশাযোগে কেমনে চলিলে।
পুত্রশোক জুড়াইতে কিছু না পাইনু,
দিন দিন এই রূপে জ্বলিতে লাগিনু।
মনাগুণে দগ্ধ সদা হনু দিবানিশি,
সর্ব্বদাই মনে উঠে পুত্র-মুখশশী।
হৃদয়ের কত তাপ কি বলে জানাব,
পুত্রশোকে কত কষ্ট কি তাহা বলিব।
তার পর পিতৃহীনা হইলাম হায়,
কি যে সে দারুণ দুঃখ সহা নাহি যায়।
অতি দুই অপোগণ্ড কন্যা লয়ে মাতা,
বিধবা হইয়া যবে হলেন অনাথা;
কি যে ভয়ানক ঘোর যাতনা অপার,
পৃথিবীও শূন্যময় সকল সংসার।
পিতার শোকেতে সবে হইয়া কাতর,
হয়ে থাকিলাম মোরা সবে জরজর।

দেবসম স্নেহময় জনক হারায়ে,
কি যে ভয়ানক অগ্নি জ্বলিল হৃদয়ে।
তাহা কি বলিতে সাধ্য? বলিবার নয়,
সর্ব্বদাই সর্ব্বস্থান হেরি শূন্যময়।
তেমন স্নেহের দৃষ্টি, স্নেহের বচন,
তেমন মধুর স্নেহে করি সম্বোধন,
তেমন করিয়া আর আদর করিয়া,
কে ডাকিবে আমাদের হৃদয় ভরিয়া?
পিতার বড়ই মোরা আদরের ছিনু,
সেই পিতা হীন হয়ে কিরূপ যে হনু,
মনেতে করিলে তাহা শতখানা হয়ে,
হৃয়দ ফাটিয়া যায় বিদীর্ণ হইয়ে।
পিতার যাবার কালে কাছেতে না ছিনু,
ফাঁকি দিয়া গেলেন দেখিতে না পাইনু।
আমি ছিনু দূরান্তরে শ্বশুরালয়েতে,
মধ্যমা ভগিনী ছিল প্রসব-গৃহেতে।
কিছুই জানে না সেও আমিও জানি না,
কি যে ভয়ানক আহা বলিতে পারি না।
সপ্তম বর্ষের ছিল তৃতীয়া ভগিনী,
অতি শিশু কনিষ্ঠটি বর্ষ অনুমানি।

আহা এই অসময়ে সুযোগ পাইয়া,
অনায়াসে গেলেন জনক ফাঁকি দিয়া।
কেহ সে সময়ে মুখ দেখিতে না পেনু,
প্রাণ ভরে বাবা বলে ডাকিতে নারিনু।
কি বলে উত্তর বাবা দিতেন তখন,
কি করে বা ছাড়ি করিতেন পলায়ন।
চারি দিকে চারি জনে বাবা বলে ডেকে,
ধরিয়া রাখিয়া আহা দিতাম তাঁহাকে।
বাবাই কি তাহা হলে পারিত যাইতে,
কখনই না পারিত এত ফাঁকি দিতে।
মাতারে পাইয়া একা কিছু না বলিয়া,
কেমন করিয়া বাবা গেছ পলাইয়া ?
বড়ই যে ছিল দয়া তোমার শরীরে,
এত দুঃখ কি করিয়া দিলে গো মাতারে।
কি করিয়া চক্ষু বুজে নিস্তব্ধ হইয়া,
এরূপ নির্দ্দয় হয়ে গেছ পলাইয়া।
কিছুই কি মনে বাবা হল না তোমার,
ভাবনা কি হল না গো জন্যেতে কাহার ?
কোথায় রাখিয়া সব নিশ্চিন্ত হইলে,
কেমন করিয়া বাবা যাইতে পারিলে।

আমাদের প্রতি দয়া কিছুই হল না,
একবার কার কথা মনে ভাবিলে না।
শিশু কন্যা দুটি বাবা কাছেতে বসিয়া,
কতই কাঁদিয়াছিল বাবা গো বলিয়া।
সে সময়ে কি করিয়া স্থির হয়েছিলে ?
কি করিয়া বাবা তুমি সে চক্ষু বুজিলে ?
স্নেহপরিপূর্ণ তব বিশাল নয়ন,
সর্ব্বদাই থাকিত যে প্রফুল্ল বদন।
সে বদন কি করিয়া মলিন হইল,
আহা সে মুখের জ্যোতিঃ কেমনে লুকাল ?
আর না দেখিতে বাবা পেনু গো তোমারে,
একবার এস বাবা দেখি প্রাণ ভরে।
জন্মের মতন দেখা গেল ফুরাইয়া,
আর কি পাইব দেখা কোথাও যাইয়া।
সে হেন জনক কি গো আর কভু পাব ?
জন্মজন্মান্তরে খুঁজে যদিও বেড়াব,
তথাপিও হেন পিতা কভু না মিলিবে,
এমন জনক আর কভু না হইবে।
হায় হায় হেন পিতা হারায়ে ফেলিনু,
পিতৃহীন হয়ে কেন বাঁচিয়া রহিনু ?

একবার এস ভাই আছরে কোথায়,
বড়ই দরকার হল তোরে এ সময়।
তোমার বিহনে ভাই সব যায় ভেসে,
পিতৃনাম রক্ষা ভাই কর তুমি এসে।
পিতার বিহনে আর তোমার অভাবে,
এমন পিতার নাম না থাকিল ভবে।
পিত্রালয়ে যাহার না আছে সহোদর,
সদাই অসুখে থাকে তাহার অন্তর।
পৃথিবীর কোন সুখ নয়নে না লাগে,
সদাই মাতার দুঃখ অন্তরেতে জাগে।
ইহা কি আমরা ভাই পারি সহিবারে,
কোথায় যাইলে আর পাইব তোমারে।
এত দিন মনে মনে ছিল যাহা আশা,
সে আশাতে সব ভাই হইল নিরাশা।
পুনশ্চ তোমার আশা মনে মনে করি,
মাতা ত হইয়াছিল কিঞ্চিৎ সংসারী।
সে সংসার একেবারে ভাসিয়া যাইল,
এত বড় পিতৃনাম সকলি ডুবিল।
যে দিকে চাহিয়া দেখি দেখি শূন্যময়,
এরূপে অধীর বড় হইল হৃদয়।

কিছুতেই শান্ত নাহি পারি হইবারে,
মন নাহি কিছুতেই রহিল সংসারে।
কিছুতেই কোন সুখ কোন দিকে নাই,
নূতন নূতন পুনঃ কত শোক পাই।
পিতার যাবার কালে মধ্যমা ভগিনী,
এক পুত্র প্রসবিলা নবপ্রসবিনী।
অল্পই বয়সে তার সেই পুত্র হয়,
আহা যেন হয়েছিল চাঁদের উদয়!
কিবা শোভা দেখেছিনু সে মুখের ছটা,
আহা কি মধুর রূপ, কি হাসির ঘটা!
কি চলন, কি বলন, কিরূপ মাধুরী,
তাহারে দেখিয়া কিছু পিতারে পাসরি।
কিঞ্চিৎ মনেতে মোরা হয়েছিনু স্থির,
তাহাও সহ্যতা মনে না হল বিধির।
সে অমূল্য রত্ন বিধি হরিয়া লইল,
যাহা মনে ভেবেছিনু, তাহাই হইল।
পিতৃ-শোকানলে সদা হৃদয় পুড়িল,
সে শোক না হয়ে নাশ দ্বিগুণ বাড়িল।
দ্বিগুণ পিতার শোক বাড়িয়া উঠিল,
জ্বলন্ত আগুনে যেন ঘৃত ঢালি দিল।

অতি অল্প কাল এইরূপে যেতে যেতে,
কি যে উপস্থিত পুনঃ হল আচম্বিতে,—
কেমনে বলিব তাহা, বলিতে না পারি,
বজ্রাঘাতে হত হনু, তথাপি না মরি।
এমন কঠিন প্রাণ কেমনে ধরেছি,
এমন হইয়া কেন বাঁচিয়া রয়েছি।
গভীর জলধি-জলে আছি দাণ্ডাইয়া,
এখন আমার প্রাণ আছে কি করিয়া।
তৃণসম ভেসে গেনু সংসারের কূলে,
কি যে হয়ে আছি বেঁচে জানাব কি বলে।
এত দিনে সব লীলা সাঙ্গ হল মোর,
ভবের সকল আশা হয়ে গেল ভোর।
নির্ম্মূল হইয়া গেনু হয়ে উৎপাটিতা;
হায় হায় একি শেষ করিলে বিধাতা?
ভ্রাতা পুত্র পিতা হীন হয়ে ছিনু আমি,
কেবল ভরসা মাত্র ছিলেন ত স্বামী।
অকস্মাৎ আচম্বিতে হায় কি করিলে,
বিনা মেঘে বজ্রাঘাত শিরে নিক্ষেপিলে।
পতিহীনা করিয়া করিলে অনাথিনী,
এত যে করিবে শেষ তাহা ত না জানি।

এমন হইয়া শেষ এত যে হইবে,
এমন করিয়া হায় হৃদয় দহিবে।
এই রূপে কত আর করিব বিলাপ,
পূর্ব্বজন্মে এতই করেছি মহাপাপ।
সেই হেতু ঘটে সব অঘট ঘটন,
জানি না কপালে মম ছিল এ লিখন।
ইতিমধ্যে এত দুঃখ কপালে ঘটিল,
না জানি বিধাতা একি কপালে লিখিল।
কতই করিব সহ্য ভাবিয়া পাই না,
কি করিব, কি হইবে, উপায় দেখি না।
এ সকল হায় আমি হয়ে বিস্মরণ,
করি নাই মনে আছে এমন লিখন।
হায় হায় একি মম উপস্থিত হল,
এর পূর্ব্বে কেন নাহি হৃদি বিদরিল ?
সঙ্গের সঙ্গিনী তাঁর কেন না হইনু,
এমন হইয়া কেন বাঁচিয়া রহিনু।
কেমন করিয়া তাঁরে অনা'সে ছাড়িয়া,
কেমন করিয়া আমি আছি বা বাঁচিয়া।
আহা সে গুণের স্বামী ছাড়ি অনায়াসে,
নিশ্চিন্ত রয়েছি আমি ভবনেতে বসে।

কেমন করিয়া দেহে রয়েছে জীবন,
কেমন করিয়া স্থির রয়েছি এখন।
ইহাতেও নাহি মম হৃদি বিদরয়,
কি করিয়া আছি বেঁচে হায় হায় হায়!
এ দারুণ শোকে মম ফেটে যায় হৃদি,
জানি না কপালে এত লিখেছিল বিধি।
বিধির নাহিক দোষ মম কর্ম্ম-ফল,
অদৃষ্টের লেখা মম কে খণ্ডাবে বল?
কতই বিষম শোক পাইনু জীবনে,
শেষে এ দুরন্ত শোকে তরিব কেমনে?
অকূল সমুদ্র এ যে বিষম অপার,
কোথাও নাহিক তরী কিসে হব পার?
কোথায় পড়িয়া আছি! আছি কেন আর?
খুঁজিগে যথায় দেখা পাইব তাঁহার।
সসাগরা পৃথিবী করিগে পর্য্যটন,
কোথাও যদ্যপি তাঁর পাই দরশন।
জানাব কাতর স্বরে এ দুঃখ আমার,
এই কি উচিত কাজ হইল তাঁহার।
ভ্রাতা আর পুত্র হয় জীবন-সম্বল,
আমার ত ছিলে সব তুমিই কেবল।

ভ্রাতা, পিতা, পুত্র নাই ভবার্ণবে আসি,
অকূল সমুদ্রে মাঝে পড়িয়া যে ভাসি।
কি হবে আমার গতি ভাবিয়া না পাই,
কি হবে উপায় মম কোথায় বা যাই?
আমারে কোথায় রাখি করিলে গমন,
কে মোর লইবে ভার কে আছে এমন?
পিতা ভ্রাতা পুত্র সব পূর্ব্বে গেছে তব,
সকলি ত জান তুমি অধিক কি কব?
কি করিয়া তবে তুমি ত্যজিলে আমায়?
কি হবে আমার গতি কি হবে উপায়?
এই কথা বার বার সুধাইব তাঁরে,
এ দারুণ দুঃখ অতি জানাব কাতরে।
পিতা-পুত্র-ভ্রাতৃহীনা অতি নিরাশ্রয়,
কি করি দাঁড়াই কোথা রহি বা কোথায়?
কি করিয়া মোরে তুমি একা রাখি গেলে,
আমার ভাবনা মনে কিছু না ভাবিলে।
কিছু কি মনেতে তব ছিল নাই মায়া,
কিছু কি আমার প্রতি নাহি হল দয়া।
আমার এ দুঃখ যদি কিঞ্চিৎ ভাবিতে,
তা হলে ফেলিয়া মোরে যাইতে নারিতে।

নাহি মম পুত্র, কন্যা, নাহি পিতা, ভ্রাতা,
কি হবে আমার গতি আমি যে অনাথা।
ইহা না ভাবিলে তুমি একবার মনে,
দাঁড়াইব কোথায় যাইব কোন বনে?
অনায়াসে ফেলিয়া মোরে প্রান্তর মাঠেতে,
কেমনে আমারে তুমি পারিলে ত্যজিতে?
সঙ্গে করে কেন নাহি লইলে আমারে,
এই কথা বার বার সুধাব তাঁহারে।
এতই নিদয় কেন হলে মোর প্রতি,
না ভাবিলে এক বার কি হইবে গতি।
কত কত দোষ আমি তব শ্রীচরণে
করিতাম, তাহা নাহি করিতে ত মনে।
এবে কি এমন দোষ করিলাম আমি,
জনমের তরে মোরে ছাড়ি গেলে তুমি।
কেন নাহি হইলাম তব অনুগামী,
কেন এই শূন্য গৃহে রহিলাম আমি?
কেন বা রয়েছি আমি? কি আশায় আছি?
কেমনে তোমারে ছাড়ি ধৈর্য্য ধরিয়াছি।
তব সঙ্গে কেন নাহি গেল মোর সব,
তোমা বিনা এ জগতে কেন বা রহিব?

আমি ত করিয়াছিনু মনেতে এমন,
তোমার পূর্ব্বেতে আমি করিব গমন।
তুমিও ত বলেছিলে মোরে বার বার,
তোমারে রাখিয়া যাওয়া না হবে আমার।
এইরূপে বিধিমতে দিতে ত প্রবোধ,
বুঝিতাম সেই কথা হইয়া নির্ব্বোধ।
সে কথা কি এক বার মনে পড়িল না ?
কোথায় রাখিয়া যাও তাহা ভাবিলে না ?
আপনার ভাবে হয়ে আপনি বিভোর,
মনেতে হল না গতি কি হইবে মোর।
কোথায় যাইব আমি দাঁড়াব কোথায়,
তোমা ভিন্ন আর মম কে আছে ধরায় ?
ইহা কি মনেতে নাহি হইল তোমার,
কোন চিন্তা না করিলে জন্যেতে আমার।
মম প্রতি চক্ষু মিলি না চাহিলে তুমি,
সে সময়ে নিকটেতে ছিনু বসে আমি।
কাছেতে বসিয়া আমি কি দৃশ্য দেখিনু,
আবার কেমন কোরে চৈতন্য পাইনু।
সেই সঙ্গে জ্ঞান প্রাণ না গেল আমার,
কি করিয়া চক্ষু পুনঃ চাহিনু আবার।

কেমনে এখনো মনে রহিয়াছে জ্ঞান ?
কেমনে ধরিয়া আছি এ কঠিন প্রাণ ?
তোমারে ভাসায়ে দিয়ে গৃহেতে তোমার,
ধিক প্রাণ কি করিয়া রয়েছে আমার।
কি করে তোমার গৃহে আমি প্রবেশিনু,
ধিক ধিক কি করিয়া এ প্রাণ ধরিনু॥
যে দিকে চাহিয়া দেখি সকলি তোমার,
তোমা বিনা সকলি ত দেখি অন্ধকার।
তোমার বিহনে ত্রিভুবন অন্ধকার,
তোমার বিহনে গতি কি হবে আমার।
তোমার বিহনে আমি দাঁড়াব কোথায় ?
তোমার সঙ্গের সাথী কর না আমায়।
প্রাণ যে কেমন করে বলিব কাহারে,
দেখাই মনের সাধে পাইলে তোমারে।
তোমার বিহনে আমি যা হইয়া আছি,
এক বার দেখ এসে ভস্ম হইতেছি।
অকূল সাগরে পড়ে ভাসি যে পাথারে,
এসে দেখে যাও তুমি ডাকি উচ্চৈঃস্বরে।
কোন দিকে চাহি আমি রহি কোন দিকে,
কারে বা করিব মনে ডাকিব কাহাকে ?

কে মোরে দিবেক সাড়া এ সময়ে এসে !
অপার সমুদ্রে আমি বেড়াই যে ভেসে !
কোথায় আছ গো পিতা এস এ সময়,
আসিয়া দেখ গো বাবা মোর অসময়।
বড়ই দুর্দ্দিনে বাবা পড়িয়াছি আমি,
অনাথিনী হইয়াছি হারাইয়া স্বামী।
তুমি বিনা এ দুর্দ্দিনে কেবা লবে ভার ?
কি করিয়া দিন বাবা কাটিবে আমার ?
অতি অল্পকালে হলে ভুলে যাইতাম,
অধিক বয়স হলে ধৈর্য্য ধরিতাম।
পুত্র কন্যা লয়ে যদি সংসারী হতাম,
এমন তুফাণে বাবা নাহি ভাসিতাম।
এ তুফাণ সহ্য বাবা করিবারে নারি,
তুমি এসে লহ ভার এ ভার তোমারি।
পুত্র কন্যা নাহি বাবা চাহি কার মুখ ?
তোমারে দেখিলে সব পাসরিব দুঃখ।
তুমি এসে পদতলে লহ গো আমায়,
কোথা পড়ে আছি বাবা দেখ এ সময়।
কিরূপে নিশ্চিন্ত বাবা হইয়া রয়েছ ?
এত কাঁদিতেছি তাহা নাহি শুনিতেছ ?

পুত্র শোকে আমি বাবা কেঁদেছিনু যবে,
কত লজ্জা তুমি মোরে দিয়াছিলে তবে।
'বাবা যার থাকে তারে আছে কি কাঁদিতে' ?
এই কথা বলে বাবা কত লজ্জা দিতে।
এবে একি কান্না বাবা কাঁদিতেছি আমি,
কোথায় আছ গো বাবা না শুনিছ তুমি !
এ বড় লজ্জার কান্না বাবা গো আমার,
এক বার এসে দেখ ডাকি বার বার।
তোমার সাক্ষাতে হলে কাঁদিতে নারিব,
তব মুখ দেখে বাবা সকলি ভুলিব।
কিছুই যে নাহি মম সন্তান সন্ততি,
আসিয়া দেখ গো বাবা আমার দুর্গতি।
নিরাশ্রয়া হয়ে আমি হইয়া কাতর,
ডাকিতেছি বার বার দাও গো উত্তর।
যাঁহার করেতে বাবা মোরে সমর্পিয়া,
নিশ্চিন্ত হইয়া তুমি গেছ গো চলিয়া।
তিনি কোথা রাখি মোরে করি পলায়ন,
গেছেন কি গতি মম হইবে এখন !
তুমি এসে দেখ বাবা দেখাই তোমারে,
এ হেন বিষম দুঃখ বলিব কাহারে ?

কি করিয়া এত দুঃখ সহি গো কেমনে ?
কত দুঃখ পেনু বাবা জীবন ধারণে।
কি করি কোথায় যাই যাব কোন স্থানে ?
অনাথিনী হইয়া বেড়াই বনে বনে।
দুঃখের অবধি নাই না পারি সহিতে,
কি আশায় আর বাবা রহিনু জগতে।
এ দুঃখের অবসান আর নাহি হবে,
যাবৎ না এ শরীর ভস্ম হয়ে যাবে।
তাবৎ এ অগ্নি হৃদে জ্বলিবে সমান,
কিছুতেই আর নাহি হইবে নির্ব্বাণ।
আগুণে আগুণ যবে মিলিবে আমার,
অস্থি চর্ম্ম মাংস যবে হইবে অঙ্গার।
চিতার ধুমেতে যবে গগন পূরিবে,
তখনও এ অনল সমান জ্বলিবে।
চিতাগ্নি নির্ব্বাণ হবে এ দুঃখ না যাবে,
মনে করে মম দুঃখ শশ্মানো কাঁদিবে।
যত দিন শোক দুঃখ পৃথিবীতে রবে,
তত দিন মম দুঃখ সকলে ঘুষিবে।
কি কব অধিক আমি কিছুতেই আর,
এ দারুণ দুঃখ নাহি যাইবে আমার।

যদ্যপি কখন পুনঃ জন্মজন্মান্তরে,
পুনশ্চ তাঁদের পুনঃ পাই দেখিবারে।
তবে এ তাপিত প্রাণ হইবে শীতল,
তবে নিবারণ হবে এই অশ্রুজল।
নতুবা ত আর কোন আশা নাই মনে,
এ হেন দুর্দ্দান্ত শোক যাইবে কেমনে ?
কেমনে যাইবে মম হৃদয়-অনল,
কেমনে যাইবে মম নয়নের জল।
কেবল দুঃখের স্রোত বহুক নয়নে,
পুড়ে ছারখার হই এ মহা আগুণে।
ভস্ম-অবশেষ দেহ রয়েছে পড়িয়া,
তথাপি যে নাহি যায় প্রাণ বাহিরিয়া।
মম তুল্য হতভাগী নাহি এ জগতে,
দুঃখের অবধি নাই না পারি সহিতে।
পিতা ভ্রাতা নাহি মম সন্তান সন্ততি,
এ মহা তুফানে মম কি হইবে গতি ?
পিতৃ-কুলে ভ্রাতা নাই, মাতা অভাগিনী,
কন্যা-পুত্রহীনা আমি হনু অনাথিনী।
হায় হায় এ দুঃখ বলিব কার কাছে ?
মম এ দুঃখের কথা শুনিতে না আছে ?

হে ঈশ্বর তোমার কি মনে এই ছিল,
এত দুঃখ দিয়া মোরে কি সুখ বাড়িল ?
অসীম বিশ্বের সৃষ্টি করেছ নির্ম্মাণ,
আমার হৃদয় অগ্নি কর হে নির্ব্বাণ।
নির্ব্বাণ করিয়া অগ্নি লহ দয়া করি,
দয়াময় পরিচয় দাও ওহে হরি।
অধিক তোমারে আমি কি বলিব আর,
কিছু অবিদিত প্রভু নাহিক তোমার।
সকলি জানিতে পার জানিয়াছ সব,
মম প্রতি কৃপাদৃষ্টি কর হে কেশব !
কত আর নিবেদন করিব তোমায়,
কি আর করিব প্রভু কি আছে উপায় ?
কিরূপে কাটিছে কাল জান ত হে তুমি,
দয়াময় দীনবন্ধু জান অন্তর্যামী।
অতি ভয়ানক এই শোক-পারাবার,
ইহার নাহিক তরী অতি ভয়ঙ্কর।
কেবল ভরসা প্রভু তোমার চরণ,
তুমি মুক্ত করে দাও এ শোকবন্ধন।
এ জীবন লয়ে প্রভু ঘুচাও সকল,
এ জ্বালা নিবাও তুমি দিয়ে শান্তিজল।

এ বিষম শোক প্রভু সহা নাহি যায়,
দয়া করে লহ মোরে তুমি দয়াময়।
জীবনান্ত করে মোরে ঘুচাও জঞ্জাল,
প্রাণান্ত না হলে প্রভু জ্বলিব কেবল।
এ দুঃখ যাবার নয় নাই কোন আশা,
এখন কেবল মাত্র এই ত ভরসা।
দীনবন্ধু তুমি যদি দয়া প্রকাশিয়া,
এ দাসীয়ে কর মুক্ত অনাথা বলিয়া।
অত্যন্ত অনাথা আমি অতি নিরাশ্রয়,
আমারে দাওহে প্রভু তব পদাশ্রয়।
আশ্রয়বিহীনা হয়ে কত দুঃখ পাই,
দয়া করে দেখ প্রভু তোমারে জানাই।
তুমি না দেখিলে আর কে দেখিবে মোরে,
শোকাচ্ছন্ন হয়ে প্রভু আছি সেই ঘোরে।
তোমার ভজন প্রভু কিছুই হল না,
হায় হায় ভবে এসে এ কি বিড়ম্বনা!
এখন তোমার কাছে এই ভিক্ষা চাই,
এ জ্বালা এড়ায়ে যেন তব পদ পাই।
তোমার চরণতলে কর স্থান দান,
এই কৃপা-কণা প্রভু কর মোরে দান।

তুমি হে করুণাময় করুণানিদান,
এ দাসীর প্রতি কর করুণা প্রদান।
তুমি বিনা আর কেবা আছে হে এমন,
কে আর ঘুচাতে পারে এ মন-বেদন।
দয়া করে ওহে প্রভু জীবনান্ত করে,
এ শোক-সাগর হতে উদ্ধারহ মোরে।
এই মাত্র ভিক্ষা আমি চাহি তব কাছে,
জীবনধারণে আর ইচ্ছা নাহি আছে।
এখন কেবল এই প্রার্থনা আমার,
চরণেতে স্থান প্রভু দাওহে তোমার।
বার বার এই ভিক্ষা চাহি প্রতিবার,
এ জীবন লয়ে দুঃখ ঘুচাও আমার।
পৃথিবীতে এত কষ্ট সহিবারে নারি
এ সব দুঃসহ ভার সহিতে না পারি।
শোকেতে পড়িয়া প্রভু কিছুই হল না,
একবার না হইল তব আরাধনা।
তোমারে না ডাকিলাম শোকেতে পড়িয়া,
উদ্ধার হইব তবে কিরূপ করিয়া ?
সর্ব্বময় সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বজন-পিতা,
সর্ব্বজীবে সমদয়া কর বিশ্বপিতা।

দেখিতে কি নাহি পাও দয়াময় হরি !
পৃথিবীতে এসে কত দুঃখ ভোগ করি।
আর এ জীবনে মম নাহি প্রয়োজন,
দয়া করে দাও প্রভু তব শ্রীচরণ।
গলবস্ত্র করজোড়ে বিনয় বচনে,
এই নিবেদন করি তব শ্রীচরণে।

সম্পূর্ণ।

১৩/৭ বৃন্দাবন বসুর লেন ; সাহিত্য যন্ত্র।